# কর্ম পদ্ধতি

তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই *(সূরা ইউসুফ ১২/১০৮)*।

**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**

Contents

# কর্মপদ্ধতি

## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

# কর্মপদ্ধতি

**প্রকাশক**
কেন্দ্রীয় কমিটি
**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**

**কেন্দ্রীয় কার্যালয়**
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর) বিমান বন্দর সড়ক, পোঃ সপুরা
রাজশাহী-৬২০৩, ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

**প্রকাশকাল সমূহ**
১৯৮১, ১৯৯৫, জুলাই ২০২০

**৪র্থ প্রকাশ**
ডিসেম্বর ২০২০

**মুদ্রণে**
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**হাদিয়া**
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

---

**KARMAPADDHATI** (Method of Work) : Published by the Central committee of **BANGLADESH AHLE HADEETH JUBO SHONGHO** (Youth Association). Head Office : Al-Markazul Islami As-Salafi (1st Floor), Nawdapara, Air port road, P.O. Sapura, P.S. Shah Makhdum, Rajshahi. Phone : +88-0247-860992. Web : www.juboshongho.org. E-mail : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com

# সূচীপত্র (المحتويات)


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৫ |
| চার দফা কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি | ৬ |
| **প্রথম দফা কর্মসূচী : তাবলীগ বা প্রচার** | ৬ |
| (১) ব্যক্তিগত দাওয়াত | ৭ |
| (২) বাদ এশা পাড়া/মহল্লার মসজিদে হাদীছ পাঠ | ৭ |
| (৩) বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে গ্রন্থপাঠ | ৮ |
| (৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক | ১০ |
| (৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম | ১১ |
| (৬) তাবলীগী সফর | ১১ |
| (৭) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও বার্ষিক কর্মী সম্মেলন | ১৫ |
| (৮) জুম'আর খুৎবা | ১৬ |
| (৯) দরসে কুরআন/দরসে হাদীছ | ১৬ |
| (১০) কর্মী সম্মেলন, সুধী সমাবেশ, ছাত্র ও যুব সমাবেশ, কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা, সেমিনার ও ইসলামী সম্মেলন | ১৭ |
| (১১) সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ প্রচার | ১৮ |
| (১২) বিবিধ : সামষ্টিক পাঠ, চা-চক্র, স্টাডি সার্কেল, পোস্টারিং, দেওয়ালপত্র, প্রচারপত্র ও পরিচিতি বিতরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাওয়াত প্রচার, আধুনিক গণমাধ্যমে দাওয়াত প্রচার | ১৯ |
| **দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী : তানযীম বা সংগঠন** | ২২ |
| (১) প্রাথমিক সদস্য সৃষ্টির পদ্ধতি | ২২ |
| প্রাথমিক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা | ২৩ |
| প্রাথমিক সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য | ২৩ |
| (২) কর্মী হওয়ার যোগ্যতা | ২৪ |
| কর্মী স্তরে মানোন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ | ২৪ |
| কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য | ২৫ |

Contents



(৩) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ২৬
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য স্তরে মানোন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ ২৭
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৭
(৪) বৈঠকসমূহ পরিচালনা পদ্ধতি : ক. সাংগঠনিক বৈঠক, খ. নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ২৯
**তৃতীয় দফা কর্মসূচী : তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ** ৩২
(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ৩৩
(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন ও 'আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক পাঠক ফোরাম' গঠন। ৩৩
(৩) সাধারণ প্রশিক্ষণ ৩৫
(৪) নফল ইবাদত ৪২
(৫) দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ৪৪
(৬) ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ ৪৫
(৭) বিশেষ কোর্স ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ৪৫
(৮) শিক্ষা সফর ৪৫
(৯) নিয়মিত 'ইহতিসাব' সংরক্ষণ ৪৭
(১০) আত্মসমালোচনা ৪৯
**চতুর্থ দফা কর্মসূচী : তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার** ৫০
(১) শিক্ষা সংস্কার ৫০
(২) অর্থনৈতিক সংস্কার ৫১
(৩) নেতৃত্বের সংস্কার ৫২
**পরিশিষ্ট :** ৫৫
(১) মাসিক বৈঠকের রেজুলেশন লিখন পদ্ধতি ৫৫
(২) অফিস/কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র : ৫৬
(৩) মাসিক রিপোর্ট ফরম, কর্ম পরিকল্পনা ফরম, জনশক্তি ফরম ও ইহতিসাবের নমুনা ৫৮

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

# ভূমিকা

একটি সংগঠন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেসব পথ অবলম্বন করে, তাকে একসঙ্গে ‘কর্মসূচী’ বলে। আর সেই কর্মসূচী যে পন্থায় বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে ‘কর্মপদ্ধতি’ বলে। ‘গঠনতন্ত্রে’ নির্দেশিত ‘যুবসংঘ’-এর চার দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সংস্কারবাদী ও মধ্যপন্থী ইসলামী আন্দোলন। সেকারণ এর কর্মপদ্ধতি সেভাবেই রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালের ২৮ ও ২৯শে মার্চ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় এডহক কমিটির সম্মেলনে বিস্ত ারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রথম ‘কর্মপদ্ধতি’ গৃহীত হয়। বর্তমানে সময়ের চাহিদায় এটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে পুনরায় প্রকাশিত হ’ল *আলহামদুলিল্লাহ*।

পরিশেষে জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এদেশে একটি শক্তিশালী, গতিশীল ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন- এই দো‘আ করে শেষ করছি।- আমীন! ইতি-

নওদাপাড়া, রাজশাহী
তাং ২০শে ডিসেম্বর ২০২০

বিনীত
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

# চার দফা কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি

## প্রথম দফা কর্মসূচী : তাবলীগ বা প্রচার

এ দফার করণীয় হ'ল, তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজের নিকটে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করা।

**এ দফার করণীয় :**

(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

(২) প্রতিদিন বাদ এশা গ্রাম, পাড়া/মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো।

(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে গ্রন্থপাঠ করা।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা।

(৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

(৬) তাবলীগী সফরে গমন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

(৭) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও বার্ষিক কর্মী সম্মেলন করা।

(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান করা।

(৯) কর্মী সম্মেলন, সুধী ও যুবসমাবেশ, সেমিনার এবং ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা।

(১০) সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

(১১) বিবিধ।

# প্রত্যেকটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

**(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া :**

দাওয়াতী কাজে এটিই হ'ল সর্বোত্তম পন্থা। পরিচিত বন্ধুদের মাঝে সময় ও সুযোগ মতো বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের গ্রাম, পাড়া/মহল্লা, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতিকে বেছে নিবেন। ছহীহ দলীল ভিত্তিক বক্তব্য, সুন্দর আচরণ, বিনয়ী চাল-চলন, নিরহংকার স্বভাব এবং সেবা ও সহমর্মিতা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করা সম্ভব। সর্বোপরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের খালেছ নিয়তে বন্ধুকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবেন এবং বিশ্বাস রাখবেন যে, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। এতে জনমনে নির্ভেজাল ইসলাম সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এসময় সংগঠনের বই, পত্রিকা ও ইন্টারনেটে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সমূহ শোনার আবেদন জানাবেন। সম্ভব হ'লে বইপত্র হাদিয়া দিবেন।

**(২) প্রতিদিন বাদ এশা গ্রাম, পাড়া/মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে লোকদের নিকট পৌঁছে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৬১)*। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে এটি একটি অতীব যরূরী পদক্ষেপ। এজন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে।-

(ক) শাখা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে হাদীছ শুনানোর দায়িত্ব দিতে হবে। এজন্য মসজিদে সাপ্তাহিক হাদীছ পাঠকারীদের নামের তালিকা টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

(খ) সালাম ফিরানোর পর তাসবীহ পাঠ শেষে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে মুছল্লীদের সামনে প্রথমে *আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা মাল্লা নাবিইয়া বা'দাহ; আম্মা বা'দ...* বলে আরবীতে একটি ছহীহ হাদীছ পাঠ করবেন। অতঃপর তার অনুবাদ শুনাবেন। পাঠ শেষে বলবেন, আল্লাহ

আমাদেরকে উক্ত হাদীছের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন! -আমীন। এসময় মুছল্লীগণ সকলে 'আমীন' বলবেন। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বসবেন ও সকলে সালামের জওয়াব দিবেন।

আরবীতে হাদীছ পড়তে না পারলে কেবল বাংলা অর্থটুকু দু'বার শুনাবেন। শুরুতে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার সাথে সাথে মুছল্লীগণ সরবে *ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ* বলবেন। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শোনার সাথে সাথে সকলে সরবে *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলবেন। হাদীছ যিনি শুনাবেন ও যারা শুনবেন তারা উক্ত হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠনের প্রতিজ্ঞা রাখবেন।

হাদীছ শুনাবার সময় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'হাদীছ সংকলন' বই এবং 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর মধ্যে বর্ণিত ছালাতের নিয়ম-পদ্ধতি, বিভিন্ন দো'আ ও শেষের যরূরী দো'আ সমূহ থেকে পাঠ করবেন। প্রয়োজনে কিছুক্ষণ ব্যাখ্যা দিবেন। যা সব মিলিয়ে তিন মিনিটের ঊর্ধ্বে হবে না।

**(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে গ্রন্থপাঠ করা :**

এজন্য 'তাফসীরুল কুরআন', 'নবীদের কাহিনী-১, ২, ৩' অথবা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত কোন বই কিংবা ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ থেকে মুছল্লীদের সম্মুখে ১০ মিনিট নিয়মিত পাঠ করে শুনানো।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। বিশুদ্ধ ইলম কেবল বইয়ের মলাটের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াতেই নেকী রয়েছে এবং এর মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের বীজ নিহিত রয়েছে। কুরআনের বাণী ও তার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং 'নবীদের কাহিনী' ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ছালাতের উদ্দেশ্য ও তার বিশুদ্ধ তরীকা জানলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য সন্ধানী বান্দাদের হৃদয় উদ্বেলিত হবে। ফজরের পর প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহ ও তাঁর নিষ্পাপ রাসূলের বিশুদ্ধ বাণী সমূহ আল্লাহভীরু বান্দাকে আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট করবে। জান্নাত থেকে পতিত আদম সন্তান জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

*প্রথমে আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা মাল লা নাবিইয়া বা'দাহ; আম্মা বা'দ...* বলার পর সকলে গ্রন্থপাঠকারীর সাথে সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস অথবা যেকোন ছোট একটি সূরা ছহীহ-শুদ্ধভাবে পাঠ করবেন। অতঃপর প্রথম দিন ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর 'হে মুছল্লী! অনুধাবন করুন' অংশটি পাঠ করুন। পরের দিন 'তাফসীরুল কুরআনে'র প্রকাশকের নিবেদন, তার পরের দিন ভূমিকা, অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় বক্সের মধ্যেকার আয়াতটি অনুবাদ সহ শুনাবেন। এরপর থেকে সূরা ফাতিহার তাফসীর শুরু করবেন। প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বা তার কিছু কম-বেশী পাঠ করবেন। একইভাবে 'নবীদের কাহিনী'-১ 'প্রকাশকের নিবেদন' পাঠ করবেন। পরের দিন 'ভূমিকা' তার পরদিন থেকে হযরত আদম (আঃ) হ'তে পাঠ শুরু করবেন। এভাবে নবীদের কাহিনী-১ ও ২ শেষ হ'লে নবীদের কাহিনী-৩ অর্থাৎ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' শুরু থেকে পড়তে আরম্ভ করবেন।

প্রতিদিন পাঠ শেষে নিম্নের দো'আগুলি সকলকে নিয়ে পড়বেন।-

তিন বার (ক) *'বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়ালা ফিসসামা-ই ওয়া হুওয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ (ক) নং দো'আ)*।

(খ) *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আ, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালা, ওয়া রিঝক্বান ত্বইয়েবা'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী ইলম, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি); *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ (গ) নং দো'আ)*।

(গ) *'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহে'* (আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত

কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি); *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০ (১) নং দো'আ)*।

(ঘ) সবশেষে মজলিস ভঙ্গের দো'আ, *'সুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক'* (মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫ নং দো'আ)*। অতঃপর পরিচালক সবার উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন এবং শ্রোতাগণ সরবে সালামের জবাব দিবেন। মাঝে-মধ্যে দো'আগুলি পৃথক পৃথকভাবে নিজেরা পড়বেন। যদি মসজিদে পাঠের সুযোগ না থাকে, তাহ'লে নিজে বাড়ীতে পাঠ করবেন।

**(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা :**

মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক' একটি অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। প্রত্যেক কর্মী এই বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করবেন এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে একজনকে এই বৈঠকে নিয়ে আসবেন। তা'লীমী বৈঠকের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ।-

(ক) প্রথমে সকলে সূরা ফাতিহা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস বা যেকোন একটি ছোট সূরা ছহীহ-শুদ্ধভাবে পরিচালকের সাথে পাঠ করবেন। অতঃপর 'আরবী ক্বায়েদা' অবলম্বনে মাখরাজ সহ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত মাশ্ক্ব করবেন।

(খ) 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই থেকে ধারাবাহিক পাঠ ও অর্থসহ দো'আ সমূহ শিক্ষা।

(গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত কোন একটি বই থেকে পূর্ব নির্ধারিত অংশ অথবা সংগঠনের 'পরিচিতি', আত-তাহরীকের সম্পাদকীয় অথবা 'প্রচারপত্র' থেকে সামষ্টিক পাঠ ও পর্যালোচনা।

(ঘ) প্রশ্নোত্তর : এতে আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর ছাড়াও উপস্থিত প্রশ্নোত্তর থাকতে পারে। বৈঠকী দান ও সম্ভব হ'লে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

তা'লীমী বৈঠকের সময়সীমা দু'ঘণ্টা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও সাধারণ শ্রোতাগণ এতে যোগদান করবেন *(বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচী দেখুন ২৮-৩০ পৃ.)*।

## (৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা :

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সেকারণ পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল, পরিবারকে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবারে পরিণত করা। এজন্য করণীয় সমূহ নিম্নরূপ :

পরিবারের সদস্যদেরকে সপ্তাহে একদিন একত্রে বসিয়ে প্রথমে ৪ ধারায় বর্ণিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের ক, খ ও গ উপধারা অনুসরণ করবেন। অতঃপর সম্ভব হ'লে 'ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ' দিবেন। 'বৈঠকী দান' জমা করে 'পারিবারিক লাইব্রেরী'র জন্য বই ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী কিনবেন। অথবা মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে সংগঠনের 'বই বিতরণ প্রকল্পে' দান করবেন। কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজেও ব্যয় করা যাবে।

এতদ্ব্যতীত পরিবারের সদস্যগণ (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবেন। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করবেন। (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করবেন। (ঘ) পবিত্র কুরআন থেকে দৈনিক কিছু আয়াত মুখস্থ করবেন অথবা মুখস্থ পড়বেন।

## (৬) তাবলীগী সফর করা :

এই ধরণের দাওয়াতী সফর বা ক্যাম্পিং সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক এক বা একাধিক দিনের জন্য হ'তে পারে। এই সফরে একজন কর্মী সংসারের ঝামেলা হ'তে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কিছু শিখবার সুযোগ পান। এখানে তিনি ইসলামী আদব-কায়দার বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন। 'সামষ্টিক পাঠে'র মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বক্তৃতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। নফল ইবাদত, অর্থসহ দো'আ-দরূদ শিক্ষা, তাসবীহ, তেলাওয়াত ও বিশেষ করে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

কর্মীগণ নিজ খরচে এক বা একাধিক দিনের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা দূরে তাবলীগী সফরে বের হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী কাফেলা প্রেরণ করতেন। এই তাবলীগী সফর নিজের জন্য যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে, তেমনি মনের মধ্যে ত্যাগের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যা ছাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন-

(ক) ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে প্রতারণার মাধ্যমে ৭০ জনের তাবলীগী কাফেলার সবাইকে হত্যা করা হয়। কেবল একজন বেঁচে যান। উক্ত দলের প্রতিনিধি হারাম বিন মিলহানকে যখন পিছন থেকে বর্শা বিদ্ধ করা হয়, তখন তিনি নিজ দেহের ফিনকি দেওয়া রক্ত দেখে বলে উঠেছিলেন, اَللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি' *(বুখারী হা/২৮০১, ৪০৯১, ৪০৯২)*। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে যান। যেটি বি'রে মাঊনা-র ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। (খ) একই মাসে ১০ জনের তাবলীগী কাফেলাকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। যা রাজী'-এর ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই দলের প্রখ্যাত ছাহাবী খোবায়েবকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার সময় তাঁর পঠিত কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ,

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَّشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি চাইলে আমার দেহের খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করবেন' *(বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯)*।

অন্যজন যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাকবে? জবাবে তিনি বলেন, لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَّفْدِيَنِي بِشَوْكَةٍ يُشَاكَهَا فِي قَدَمِهِ–

‘কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক’! উভয় ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) উক্ত হত্যাকারী গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে একমাস যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বদদো‘আ করে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৯১-৯৪ পৃ.)*।

এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও ছাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে পিছু হটেননি বা কারু প্রতি কোনরূপ অভিযোগ করেননি। আমাদেরকেও একই ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

কেবলমাত্র আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাবলীগী সফরে বের হ’তে পারলে নিজের সকল কাজে ইখলাছ সৃষ্টি হয়। যা অন্যের মনেও রেখাপাত করে। এটি দাওয়াতী অঙ্গনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনন্য সুযোগও বটে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমার সবকিছুই আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন। এমনকি আমার দেহ-চর্ম এবং পায়ের তলার মাটিও একদিন আমার কর্মের সাক্ষ্য দিবে। অতএব আমার সব কাজই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হ’তে হবে। যেকোন বিপদাপদ ও কষ্ট সমূহ আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। বিশুদ্ধ নিয়ত ও বিশুদ্ধ আমলের কারণে এরূপ সফরে স্বাভাবিক মৃত্যু হ’লেও তাতে তাবূক অভিযানে মৃত্যুবরণকারী যুবক যুল-বিজাদায়েন-এর মত শহীদী মৃত্যুর আশা করা যায় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬০১ পৃ.)*।

(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক সফরে বের হয়ে কিছুদুর যেতেই খবর পান যে, তার ছোটভাই অথবা মেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। খবর শুনে তিনি ইন্নালিল্লাহ... পাঠ করেন। অতঃপর রাস্তার পাশে গিয়ে উট বসান। অতঃপর দু’ রাক‘আত ছালাত আদায় করেন ও দীর্ঘক্ষণ বসে দো‘আ করেন। অতঃপর উঠে বাহনের দিকে চলতে থাকেন ও তেলাওয়াত করেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ، ‘তোমরা ছালাত ও ছবরের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর’ *(বাক্বারাহ ২/৪৫; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। অথচ তিনি ফিরে যাননি। অত্র ঘটনায় আল্লাহ্র পথের দাঈদের জন্য উত্তম উপদেশ নিহিত রয়েছে।

**এ দফার করণীয় :**

(১) তাবলীগী সফর দিনব্যাপী বা তদূর্ধ্ব টানা কয়েকদিন হ'তে পারে।

(২) সম্পূর্ণ নিজ খরচে সফর করবেন। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কেউ কারু ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। প্রয়োজনে কাউকে শাখার পক্ষ হ'তে খরচ দেওয়া যাবে। সাংগঠনিক সফরে অধঃস্তন সংগঠন ব্যয়ভার বহন করবে।

(৩) কমপক্ষে দু'জনের একটি কাফেলার জন্য একজন 'আমীর' থাকবেন। সর্বদা আমীরের আদেশ মেনে চলবেন। সফরে উত্তম সাথী রাখা বাঞ্ছনীয়। এ সময় সংগঠনের বই বা পত্রিকা পাঠ করা ও পরস্পরে আখেরাতের আলোচনা করা আবশ্যক।

(৪) তাবলীগে বের হবার আগে নিজের মধ্যে এখলাছ পয়দা করতে হবে। কেবল আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। নিজেকে সবসময় আল্লাহ্র পথের দাঈ এবং একজন শিক্ষার্থী হিসাবে ভাবতে হবে।

*** বক্তৃতা অনুশীলন করা :** তাবলীগী সফরে বক্তৃতা একটি অন্যতম উপকারী বিষয়। বিভিন্ন মজলিসে 'দায়িত্বশীল' নিজে বক্তব্য রাখবেন ও সঙ্গীদের বক্তব্য রাখতে উদ্বুদ্ধ করবেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তা তার বক্তৃতা শেষ করবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই তিনি শ্রোতাদের রুচি ও যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শ্রোতার মনস্তুষ্টি নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তৃতা হবে। এজন্য সংগঠনের বই ও পত্রিকা অনুসরণ করবেন।

*** মুবাল্লিগদের প্রতি হেদায়াত-**

(১) ব্যবহারে অমায়িক হবেন (২) কথা কম বলবেন (৩) সর্বদা হাসিমুখে থাকবেন (৪) অহেতুক তর্ক পরিহার করবেন (৫) সর্বদা দ্বীনী আলাপে থাকবেন (৬) সুযোগ পেলেই তাসবীহ পাঠ করবেন (৭) রাস্তায় চলার সময় আমীরের আগে আগে চলবেন না। যাতে নেকী নেই, সেরূপ কথা বলবেন না ও সেরূপ কাজ করবেন না। প্রয়োজন ছাড়া ডাইনে-বামে তাকাবেন না। সম্মুখে নযর রেখে নিম্নমুখী হয়ে চলবেন। আমীরের অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবেন না (৮) আলেমদের সম্মান করবেন। তাদের কাছ থেকে উপদেশ ও দো'আ

নিবেন। (৯) নিজের কাজ নিজে করবেন (১০) প্রত্যেকেই পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নযর রাখবেন ও পরস্পরকে সাহায্য করবেন (১১) নিজের জন্য যা ভালবাসেন, অপরের জন্য তা ভালবাসবেন (১২) বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করবেন (১৩) রাস্তার কষ্ট দূর করবেন। পানির ট্যাপ খোলা থাকলে বন্ধ করবেন। অধিক ছওয়াব হাছিলের যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবেন (১৪) বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ রাখবেন। (১৫) রাত্রিতে তাহাজ্জুদ পড়বেন ও আল্লাহ্‌র নিকটে কান্নাকাটি করবেন।

*** তাবলীগী সফর পরিকল্পনা তৈরী :** সংগঠনের সর্বস্তরের প্রচার সম্পাদকগণ তাবলীগী সফরের খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করবেন। অতঃপর কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন। মহল্লা বা এলাকার গুরুত্ব বুঝে সেখানে একাধিকবার সফর করবেন। তাবলীগী সফরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাংগঠনিক ধারা সৃষ্টির একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হ'লে সেখানে সংগঠনের শাখা গঠন করবেন। 'শাখা' হৌক বা না হৌক সর্বত্র দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। যেন ক্বিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহ্‌র নিকটে বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি। আর আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করেন দাওয়াত না দেওয়ার জন্য।

**(৭) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও বার্ষিক কর্মী সম্মেলন করা :**

**(ক) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা :** এলাকা ও যেলা সংগঠন নিয়মিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করবে। মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে আছর থেকে মাগরিব বা মাগরিব থেকে এশা অথবা ফজর পর্যন্ত সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ নিজ খরচে এ তাবলীগী ইজতেমা হবে। ইজতেমা প্রশিক্ষণমূলক হবে। সকলের বোধগম্য ভাষায় সহজ-সরলভাবে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হালাল-হারাম ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল দরদের সাথে শিক্ষা দিতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' এবং 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' নিয়মিত পাঠ্য থাকবে। খানা-পিনা, চলা-ফেরা, পেশাব-পায়খানা, নিদ্রা ও নৈশ ইবাদত সবকিছুই ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হবে। পরস্পরের সেবা ও সহমর্মিতায় ইজতেমাকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে তুলতে হবে।

**(খ) বার্ষিক কর্মী সম্মেলন :** উপযেলা, যেলা ও কেন্দ্রীয় সংগঠন বছরে একবার বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করবে। প্রসিদ্ধ কোন স্থানের কোন উন্মুক্ত ময়দানে সম্মেলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে বাহির থেকে সংগঠনের ভাল বক্তা আনা যেতে পারে। যিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। বক্তা নির্বাচনে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের পরামর্শ নিতে হবে। সম্মেলনের আগে বা পরে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করবেন। সেখানে সংগঠনের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

**(গ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা :**

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে 'আমীরে জামা'আত'-এর সভাপতিত্বে দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা হবে। যেখানে 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলাসংস্থা'র সকল স্তরের কর্মী-সমর্থক, উপদেষ্টা ও সুধীগণ অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমমনা ভাইদেরকে ইজতেমায় নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকে সচেষ্ট হবেন। প্রয়োজনে নিজের খরচে আরেকজনকে আনবেন নেকীর উদ্দেশ্যে। এই ইজতেমাকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াত দেশব্যাপী এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের এই বিশাল অনুষ্ঠানকে পরকালীন পাথেয় হাছিলের এবং বিপুল নেকী অর্জনের অসীলা হিসাবে সানন্দে বরণ করে নিতে হবে। ইজতেমা ময়দানে পূর্ণ ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ও আখেরাতমুখী পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। সর্বদা নিজের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

**(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান করা :**

প্রথমে এলাকার সমস্যাবলী জেনে নিবেন। অতঃপর সতর্কতার সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন। মানুষকে আখেরাতমুখী করা এবং স্ব স্ব আমল সমূহকে ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নেবার প্রতি এবং জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি মুছল্লীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। অতঃপর সম্ভব হ'লে ছালাত শেষে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে মুছল্লীদের

নিকট সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

**(৯) দরসে কুরআন/দরসে হাদীছ :** কোথাও গিয়ে ইমামতি করলে সুযোগ মত সেখানে সংক্ষিপ্ত দরস প্রদান করা আবশ্যক। দরসে কুরআন বা খুৎবার জন্য বাছাইকৃত সূরা বা আয়াত সমূহ : **(১)** সূরা **আছর**, **(২)** সূরা **তাকাছুর**, **(৩)** সূরা **বাক্বারাহ** ২/২১৩, **(৪)** সূরা **আলে ইমরান** ৩/১৯, ৮৫ ও ১৩২-৩৩, **(৫)** সূরা **নিসা** ৪/৫৯ ও ৬৫, **(৬)** সূরা **মায়েদাহ** ৫/৩ (আল-ইয়াওমা...), **(৭)** সূরা **ইউসুফ** ১২/১০৮, **(৮)** সূরা **নাহল** ১৬/৬৪, **(৯)** বনু **ইস্রাঈল** ১৭/২৩-২৪ ও ৭০-৭২, **(১০)** সূরা **কাহফ** ১৮/২৯, ৪৯ ও ১১০, **(১১)** সূরা **ত্বোয়াহা** ২০/১২৪-২৬ ও ১৩১-৩২, **(১২)** সূরা **হজ্জ** ২২/২৩-২৪, **(১৩)** সূরা **ফুরক্বান** ২৫/২৭-৩০, **(১৪)** সূরা **আহযাব** ৩৩/২১, ৩৬ ও ৬৬-৬৭, **(১৫)** সূরা **শূরা** ৪২/১৩ **(১৬)** সূরা **যারিয়াত** ৫১/৫৬-৫৮, **(১৭)** সূরা **হাদীদ** ৫৭/২০-২১, **(১৮)** সূরা **হাশর** ৫৯/৭ (ওয়া মা আ-তা-কুমুর রাসূলু...), **(১৯)** সূরা **ছফ** ৬১/৪, ১০-১৩, **(২০)** সূরা **তাহরীম** ৬৬/৬ আয়াত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় আয়াত সমূহ।

**দরসে হাদীছের জন্য : (১)** আ-মুরুকুম বিখামসিন, বিল-জামা'আতে... *(স্থায়ী কর্মসূচী ১৩ পৃ.; সেই সঙ্গে ফিরক্বা নাজিয়াহ বইয়ের 'বৈশিষ্ট্য'-৭ দ্র.)*। **(২)** ইত্তাকুল্লাহা রব্বাকুম... *(ফিরক্বা নাজিয়াহ 'বৈশিষ্ট্য'-৪)*। **(৩)** 'শারঈ ইমারত' বইয়ের 'আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী?' অধ্যায়ের ১ ও ৪ নং হাদীছ *(২৪ ও ২৬ পৃ.)*। **(৪)** 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বইয়ের ২য় ভাগ (খ) ৪৪ পৃ. এবং 'মুমিনের করণীয়' অধ্যায়, ৬৩ পৃ.। **(৫)** 'মৃত্যুকে স্মরণ' বইয়ের ১ম হাদীছ। **(৬)** 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বইয়ের ১ম হাদীছ *(৫ পৃ.)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় হাদীছ সমূহ। এজন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত জুম'আর খুৎবা ও বক্তৃতা সমূহের অডিও-ভিডিও, পত্রিকা ও বইসমূহ অনুসরণ করবেন।

**(১০) ছাত্র ও যুব সমাবেশ, কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা, সুধী সমাবেশ ও সেমিনার এবং ইসলামী সম্মেলন করা :**

**(ক) ছাত্র ও যুবসমাবেশ :** কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের যেকোন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ছাত্র ও যুবসমাবেশের আয়োজন করা যাবে।

**(খ) কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা :** প্রতিবছর দাখিল/এস.এস.সি, আলিম/এইচ.এস.সি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের অধিকারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা যাবে। সমাজের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিকট বিশুদ্ধ দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

**(গ) সুধী সমাবেশ ও সেমিনার :** এটি সুধী মহলে 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াত পৌঁছানোর গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। কেন্দ্রের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে রাজধানী, যেলা বা উপযেলা শহরে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কোন হল বা মিলনায়তনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। অনুমোদনের জন্য সেমিনারের বিষয়বস্তু ও অনুষ্ঠানসূচী অন্ততঃ এক মাস পূর্বে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। সেই সাথে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কেন্দ্রকে পূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে।

সেমিনারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর একাধিক বক্তা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করবেন অথবা সংগঠনের একটি বইয়ের উপর বক্তৃতা পেশ করবেন। যাতে সুধীগণ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেন। এজন্য চিন্তাশীল ও সুযোগ্য বক্তা প্রয়োজন। কমপক্ষে দু'সপ্তাহ পূর্বে বক্তাগণ সেমিনারের জন্য লিখিত প্রবন্ধ জমা দিবেন।

সেমিনারে একাধিক অধিবেশন ও প্রশ্নোত্তর থাকবে। প্রতিটি অধিবেশনে 'আন্দোলন' বা 'যুবসংঘে'র নেতৃস্থানীয় কোন দায়িত্বশীল সভাপতিত্ব করবেন। তবে সমমনা ও সহানুভূতিশীল কোন ইসলামী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সভাপতি করা যেতে পারে। সেমিনারের জন্য শহরের গণ্যমান্য সুধী ব্যক্তিবর্গকে পৃথক পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে।

**(ঘ) ইসলামী সম্মেলন :** সর্বসাধারণের নিকট আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এই সম্মেলন আয়োজন করা যাবে। যেখানে সংগঠনের বক্তাগণ এবং সমমনা আহলেহাদীছ বক্তাদেরকে আমন্ত্রণ করা যাবে।

**(১১) সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ প্রচার করা :**

দাওয়াতী কাজের জন্য এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসারের জন্য পত্র-পত্রিকা

গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাথে সাথে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ সমূহের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। বর্তমানে মাসিক 'আত-তাহরীক' 'তাওহীদের ডাক' ও 'সোনামণি প্রতিভা' যথাক্রমে 'আন্দোলন' যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, স্মারকগ্রন্থ, দেওয়াল পত্র, প্রচারপত্র বা সাময়িকীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ইতিমধ্যেই সুধীজনের নিকট নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। এখান থেকে প্রকাশিত বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রত্যেক কর্মীর জন্য পরকালীন পাথেয় হাছিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এজন্য প্রত্যেক কর্মীকে সংগঠনের 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করতে হবে। নিজের এবং মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নামে বন্ধু ও সুধী মহলে এগুলি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে বিতরণ করবেন।

**(১২) বিবিধ :**

**(ক) সামষ্টিক পাঠ :** সামষ্টিক পাঠের অর্থ হ'ল- একটি বই বা বইয়ের অংশবিশেষ উপস্থিত সকলে মিলে পাঠ করা। প্রত্যেকেই দু'এক পৃষ্ঠা করে পড়বেন এবং পড়া শেষে পরিচালক সকলের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন ও বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। কমপক্ষে পাঁচ জনে এক একটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পৃথক পৃথক পরিচালকের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। যাকে 'গ্রুপ ডিসকাশন' বলে। সামষ্টিক পাঠ ঊর্ধ্বপক্ষে এক ঘণ্টা চলবে। সামষ্টিক পাঠে 'সংগঠন' ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও প্রচারপত্র সমূহ থাকবে।

**(খ) চা-চক্র :** আন্তরিকভাবে নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশে বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির মানুষকে আন্দোলনের দাওয়াত দেয়ার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হ'ল চা-চক্র। সংক্ষিপ্ত আপ্যায়ন ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে, তাতে আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

**(গ) স্টাডি সার্কেল :** স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসায় সীমিত পরিসরে সাপ্তাহিক স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সংগঠনের বইপত্র ও সহায়ক অন্যান্য দ্বীনী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে উন্মুক্ত জ্ঞান ও চিন্তার চর্চা গড়ে তুলতে হবে। নবাগত সমমনা ভাইদেরকে স্টাডি সার্কেলে দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান আহরণের পথ ও পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সংগঠনের বইপত্র দিতে হবে। শাখা সভাপতি/প্রতিনিধি এই স্টাডি সার্কেলের নিয়মিত তদারকি করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে মানোন্নয়ন সিলেবাস অধ্যায়ন করাবেন, যাতে তারা যোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী হয়ে গড়ে উঠেন।

**(ঘ) পোস্টারিং, দেওয়ালপত্র, প্রচারপত্র ও পরিচিতি বিতরণ :** সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে পোস্টারিং করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত দেওয়ালপত্র, প্রচারপত্র ও পরিচিতি সমূহ বিতরণ করা, নেতৃবৃন্দের ভাষণ সমূহ ইন্টারনেটে প্রচার করা, বিশেষ করে তাবলীগী সফরে দাওয়াতী কাজের সময় গণ্যমান্য সুধীজনের নিকট কেন্দ্র হ'তে প্রকাশিত 'পরিচিতি' ও প্রচারপত্রসহ হাফাবা প্রকাশিত অন্যান্য বই-পত্র পৌঁছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অধঃস্তন শাখাগুলি এসব ছেপে বিলি করতে চাইলে পূর্বেই কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে।

**(ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাওয়াত প্রচার :** বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ভকেশনাল ইন্সটিটিউট ও মাদরাসায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বশীলবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, বিভিন্ন প্রচারপত্র ও হাফাবা প্রকাশিত বইসমূহ বিতরণের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করা যেতে পারে। এছাড়া সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সচেতনতামূলক র‍্যালি/পথসভা/মানববন্ধনের আয়োজন করা যেতে পারে। সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক/স্টাডি সার্কেল বা মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া দাওয়াহ ক্যাম্পিং, শিক্ষাসফর, বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্যসচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক প্রোগ্রাম, বৃক্ষরোপন প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের সর্বস্তরে দাওয়াত প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

**(চ) আধুনিক গণমাধ্যমে দাওয়াত প্রচার :** বর্তমানে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ইউটিউব চ্যানেল প্রভৃতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন এ্যাপস (ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্‌এ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইমো, ভাইবার, স্কাইপি, বোটিম, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম প্রভৃতি)-এর মাধ্যমে খুব সহজেই মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো যায়। এসব গণমাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক কিংবা নিজস্ব পরিমণ্ডলে সাধ্যমত দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। সংগঠনের নামে গ্রুপ ও পেজ খোলা যেতে পারে, যাতে সবার সাথে যোগাযোগ সহজ হয়। এসব গ্রুপ ও পেজে নিয়মিত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শেয়ার করতে হবে। সংগঠনের বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ শেয়ার করতে হবে। দাওয়াতী নীতি বজায় রেখে শিরক-বিদ'আত ও বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত মতপ্রকাশ করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক মতামত প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে সাধ্যমত বিতর্ক, কুটতর্ক, অন্যের সমালোচনা এড়িয়ে চলতে হবে। কারো গীবত করা যাবে না এবং হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো যাবে না। এছাড়া সংগঠনের বক্তাগণ এবং অন্যান্য সমমনা হকপন্থী বক্তাদের অডিও-ভিডিও বক্তব্য, শর্ট ক্লিপ, জুম'আর খুৎবা, আত-তাহরীক টিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠান ইত্যাদি শেয়ার করা যেতে পারে।

# দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী : তানযীম বা সংগঠন

এ দফার করণীয় হ'ল, যে সকল যুবক আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজে যথার্থরূপে ইসলামী বিধান কায়েমে প্রস্তুত হন, তাদেরকে 'ইমারত'-এর অধীনে সংঘবদ্ধ করা। কোন স্থানে কমপক্ষে ৩ জন প্রাথমিক সদস্য থাকলে সেখানে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও একজনকে সদস্য করে একটি শাখা গঠন করা যাবে।

**(১) প্রাথমিক সদস্য সৃষ্টির পদ্ধতি :**

প্রথমে পরিবারের সদস্যগণ, সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। তাদেরকে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, নিজেদের অসহায়ত্ব এবং সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদের মর্মার্থ বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র সর্বশেষ বাণীবাহক হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর পদাঙ্ক অনুসরণের গুরুত্ব এবং আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহিতার তীব্র দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

এ সময় তাকে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও প্রকাশনা সমূহ সরবরাহ করতে হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগ বুঝে চিকিৎসা করেন, তেমনি ব্যক্তির রুচি ও যোগ্যতা বুঝে দায়িত্বশীলগণ বই দিবেন। পরিচিতি, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? প্রাথমিক বই হিসাবে গণ্য হবে। এরপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?' 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' 'তিনটি মতবাদ' 'ইক্বামতে দ্বীন; পথ ও পদ্ধতি' 'জীবন দর্শন' 'মৃত্যুকে স্মরণ' 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' 'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী' প্রভৃতি বই সরবরাহ করবেন। প্রয়োজনে তাকে 'চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব' বইটি পড়াবেন। মাসিক 'আত-তাহরীক' ও 'তাওহীদের ডাক'-এর গ্রাহক/এজেন্ট করবেন। মাঝে-মধ্যে তার সাথে বই ও পত্রিকার বিষয়বস্তুর উপরে আলোচনা করবেন। তার কোন প্রশ্ন থাকলে জবাব দিবেন।

আলোচনায় সর্বদা হাসিমুখ বজায় রাখবেন। যাতে শ্রোতার মধ্যে কোনরূপ বিরক্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। পরিশেষে তাকে ইমারত ও

বায়‘আত ভিত্তিক জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব বুঝাবেন এবং সংগঠনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করবেন। এভাবে জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে তাকে ‘প্রাথমিক সদস্য ফরম’ পূরণ করাবেন।

**প্রাথমিক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :**

(ক) যিনি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনাশর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত ‘সিলেবাস’ অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ‘প্রাথমিক সদস্য ফরম’ পূরণ করেন এবং সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।

**প্রাথমিক সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু’পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ অর্থসহ পাঠ করা (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করা।

২. (ক) রামাযানে এক খতম সহ বছরে কমপক্ষে দু’খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) প্রথম এক বছরে অর্থসহ সূরা ফাতিহা হ’তে ‘আলাক্ব পর্যন্ত ২০টি সূরা, সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু’টি আয়াত ও সূরা ছফ মুখস্থ করা (গ) সিলেবাস থেকে কমপক্ষে ১০টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্থ করা।

৩. (ক) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য করা। (খ) প্রতি মাসে অন্ততঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক-এর গ্রাহক করা।

৪. (ক) নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া। (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে ‘বিশেষ দান’ এবং রামাযান মাসে ‘বিশেষ দান’ ও ‘এককালীন দান’ কেন্দ্রে প্রদান করা। (গ) সাংগঠনিক বৈঠকে ‘বৈঠকী দান’ প্রদান করা।

৫. (ক) সংগঠনের ‘দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প’-এর দাতাসদস্য হওয়া (খ) ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে ‘বায়তুল মাল’ ফাণ্ডে জমা দেওয়া। (গ) ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত ‘বই বিতরণ প্রকল্পে’ অংশগ্রহণ করা। (ঘ) ‘কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে’ বছরের যেকোন সময় সহযোগিতা প্রেরণ করা।

৬. (ক) আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) হওয়া/সংগ্রহ করা। (খ) বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা (গ) বৃক্ষরোপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

৭. (ক) নিজ শাখা অথবা পাড়া/মহল্লার মসজিদে দৈনিক বাদ এশা অর্থসহ ১টি করে হাদীছ এবং বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন/নবীদের কাহিনী/ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বা প্রয়োজনমত অন্যান্য সাংগঠনিক বই থেকে শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং অন্যত্র তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

## (২) কর্মী হওয়ার যোগ্যতা :

যে সকল 'প্রাথমিক সদস্য' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে একমত হন (খ) যিনি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন এবং অন্য কোন আদর্শিক সংগঠনের সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক রাখেন না (গ) যিনি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন (ঘ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে'র অনুমোদন লাভ করেন এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

## কর্মী স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ :

প্রথমে তার আল্লাহভীরুতা, সাহসিকতা, আমানতদারিতা, সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ও সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার বিষয়টি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতঃপর তাকে (১) সর্বদা সংগঠনের জন্য জান-মাল ও সময়ের কুরবানী দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন (২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?' বই তিনটি বারবার পড়াবেন ও পর্যালোচনা করবেন (৩) পরিকল্পনা মোতাবেক মানোন্নয়ন

সিলেবাসের বইসমূহ পড়াবেন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন (৪) মাঝে-মধ্যে ছোট-খাট সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে তাকে ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলবেন (৫) তাবলীগী সফরে নিয়ে যাবেন এবং এভাবে আন্দোলনের কাজে সময় ও শ্রম দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন (৬) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করাবেন (৭) আল্লাহ্‌র পথে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ তথা ইমারত ও বায়'আত ব্যতীত যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝাবেন। সবশেষে (৮) মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাবেন। প্রয়োজনে একাধিকবার পরীক্ষায় অংশ নিবেন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে উন্নত মানের কর্মী হওয়ার জন্য তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবেন।

**কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ৩টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ অর্থসহ পাঠ করা (গ) কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করা। (ঘ) প্রতি ছয় মাসে একবার গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পাঠ করা।

২. (ক) রামাযানে এক খতম সহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) প্রথম এক বছরে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা শেষ করা। (গ) 'আম্মা পারা, সূরা সাজদাহ, দাহ্‌র, মুল্‌ক, নূহ ও হুজুরাত মুখস্থ করা (ঘ) সিলেবাস থেকে কমপক্ষে ২০টি হাদীছ অর্থসহ মুখস্থ করা।

৩. (ক) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য করা (খ) প্রতি দু'মাসে ১ জনকে 'কর্মী' হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। (গ) প্রতি মাসে অন্ত তঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক-এর গ্রাহক বা এজেন্ট করা।

৪. (ক) নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া। (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বিশেষ দান' এবং রামাযান মাসে 'বিশেষ দান' ও 'এককালীন দান' কেন্দ্রে প্রদান করা। (গ) সাংগঠনিক বৈঠকে 'বৈঠকী দান' প্রদান করা।

৫. (ক) সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া (খ) ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল ফাণ্ডে' জমা দেওয়া। (গ) 'হাদীছ

ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা। (ঘ) 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' বছরের যেকোন সময় সহযোগিতা প্রেরণ করা।

৬. (ক) নিজ শাখা অথবা মহল্লার মসজিদে দৈনিক বাদ এশা অর্থসহ ১টি করে হাদীছ এবং বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন/নবীদের কাহিনী/ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বা প্রয়োজনমত অন্যান্য সাংগঠনিক বই থেকে শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং অন্যত্র তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা ও কর্মী সম্মেলনে যোগদান করা।

৭. (ক) আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) হওয়া/সংগ্রহ করা। (খ) বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা (গ) বৃক্ষরোপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

৮. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

৯. নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা।

**(৩) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :**

যে সকল 'কর্মী' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন (খ) যিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত তথা তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন (গ) যিনি 'আন্দোলন'কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা জান ও মালের কুরবানী দিয়ে থাকেন (ঘ) যিনি নির্ধারিত মানোন্নয়ন সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে'র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

**কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ :**

একজন কর্মী-কে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তার আল্লাহভীরুতা, সাহসিকতা, আমানতদারিতা, সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, পদের প্রতি লোভহীনতা ও সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার বিষয়টি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতঃপর 'গঠনতন্ত্রে'র ১৬ ধারা অনুযায়ী সর্বতোভাবে যোগ্য বিবেচিত হ'লে তাকে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করাতে হবে এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হবে।

**গুরুত্ব :** 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'গণ যুবসংঘের মূল স্তম্ভ হিসাবে গণ্য হবেন। সেকারণ লিখিত দায়িত্বসমূহ পালনের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে অনেক অলিখিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'গণ হবেন ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় ধৈর্য ও ত্যাগের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তার সকল কথা শুনছেন ও সকল কাজ দেখছেন এই ভয়ে তারা যেমন থাকবেন সদা কম্পবান, তেমনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে এবং জান্নাতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় থাকবেন সদা কর্মচঞ্চল। কোন প্রকার অলসতা ও বিলাসিতা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের জীবন হবে সুশৃংখল ও সংযত। ঈমানী শক্তিতে তারা থাকবেন সদা বলীয়ান। শিরক ও বিদ'আত হ'তে থাকবেন সদা বিরত। তাদের অনুপম চরিত্র মাধুর্য, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কঠোর আদর্শনিষ্ঠা হবে অন্যের জন্য অনুকরণীয়। যা মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ্র পথে আকর্ষণ করবে। তার কান, চোখ ও হৃদয় ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের যিনি মালিক, তাঁর নিকটে প্রতিটি নিঃশ্বাসের কৈফিয়ত দিতে হবে, এই অনুভূতি যেন সদা জাগরুক থাকে।

**কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ৩টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ অর্থসহ পাঠ করা (গ) সাংগঠনিক বই থেকে কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করা। (ঘ) প্রতি ছয় মাসে একবার গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পাঠ করা।

২. (ক) রামাযানে এক খতমসহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) পবিত্র কুরআনের ১ম পারা সহ সূরা ক্বাফ, লোকমান, জুম'আ ও মুনাফিকূন মুখস্থ করা (গ) কমপক্ষে ৪০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. (ক) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য করা (খ) প্রতি তিন মাসে ১ জনকে কর্মী ও 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা (গ) প্রতি মাসে অন্ততঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক-এর গ্রাহক করা অথবা ১ জনকে এজেন্ট করা।

৪. (ক) নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া। (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বিশেষ দান' এবং রামাযান মাসে 'বিশেষ দান' ও 'এককালীন দান' কেন্দ্রে প্রদান করা। (গ) সাংগঠনিক বৈঠকে 'বৈঠকী দান' প্রদান করা।

৫. (ক) সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া (খ) ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল ফাণ্ডে' জমা দেওয়া। (গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা। (ঘ) 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' বছরের যেকোন সময় সহযোগিতা প্রেরণ করা।

৬. (ক) নিজ শাখা অথবা মহল্লার মসজিদে দৈনিক বাদ এশা অর্থসহ ১টি করে হাদীছ এবং বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন/নবীদের কাহিনী/ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বা প্রয়োজনমত অন্যান্য সাংগঠনিক বই থেকে শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং অন্যত্র তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

৭. (ক) আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য (ডোনার) হওয়া/সংগ্রহ করা। (খ) বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা (গ) অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

৮. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

৯. নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা।

**বি. দ্র.** প্রাথমিক সদস্য এবং সকল স্তরের উপদেষ্টাগণও 'ইহতিসাব' রাখতে পারেন। সেই সাথে সকলে আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের জুম'আর খুৎবা এবং অন্যান্য দিক-নির্দেশনামূলক বক্তৃতা ইন্টারনেট থেকে নিয়মিত শুনবেন। এছাড়া মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), তাফসীরুল কুরআন ও নবীদের কাহিনী-১, ২, ৩ পাঠ করবেন।

## (৪) বৈঠকসমূহ পরিচালনা পদ্ধতি :

### ক. সাংগঠনিক বৈঠক :

(১) কুরআন তেলাওয়াত/দরসে কুরআন/দরসে হাদীছ।

(২) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বিগত মাসের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন।

(৩) অন্যান্য সম্পাদকদের বিভাগীয় রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা।

(৪) ইহতিসাব বা ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা।

(৫) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ পালনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৬) আগামী মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ।

(৭) সভাপতির সমাপণী ভাষণ ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। অতঃপর বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি।

### খ. নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক :

**পরিচালনা পরিষদ :** শাখা/এলাকা/উপযেলা কর্মপরিষদ। মাসিক বৈঠকে পরবর্তী একমাসের অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করতে হবে। সাংগঠনিক নিয়মানুসারে সভাপতি বা স্থানীয় কোন উপদেষ্টা/সুধীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদকের সঞ্চালনায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

**নির্ধারিত দিন** : বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার অথবা সুবিধামত সপ্তাহের যেকোন দিন।

**সময় :** বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অথবা বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত। সময়- সর্বোচ্চ ২ ঘন্টা।

**নিয়মাবলী :**

(১) পরিচালনা পরিষদ আলোচক নির্বাচন করবেন এবং তাঁকে পরিস্থিতি ও শ্রোতাদের আগ্রহ বিবেচনা করে অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে নির্ধারিত বিষয়বস্তু জানিয়ে দিবেন।

(২) স্থানীয় শাখা দায়িত্বশীল, ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল, উপদেষ্টা বা সুধী কিংবা যে কোন হক্বপন্থী আহলেহাদীছ আলেম আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন। আলোচকগণ প্রস্তুতিকালে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বইসমূহ, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, সংগঠনের বইসমূহ ও ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক বই অনুসরণ করবেন।

(৩) তা'লীমী বৈঠককে নিয়মিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কোর্স বা ক্লাস হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণকারীগণ দ্বীন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের প্রয়োজনীয় খোরাক পায়।

(৪) প্রতি তা'লীমী বৈঠকে পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচী/কর্মসূচী জানিয়ে দিতে হবে, যাতে শ্রোতাগণ মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।

(৫) বৈঠকে এলাকার আম জনসাধারণকে উপস্থিতির জন্য দা'ওয়াত দিতে হবে।

**অনুষ্ঠানসূচী :**

| নির্ধারিত বিষয়বস্তু | সময় |
|---|---|
| **ক. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত।**<br>**খ. অনুবাদসহ একটি হাদীছ।**<br>**গ. কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা** (সূরা ফাতিহা ও যরূরী সূরা সমূহ)।<br>***বি. দ্র.*** *প্রতিটি সূরা অর্থসহ শিখাতে হবে। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা যেতে পারে।* | ১৫ মি. |
| **ক. মাসনূন দো'আ শিক্ষা** (অর্থসহ)।<br>**খ.** ইসলামী আক্বীদা ও ঈমান বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী *(আরবী ক্বায়েদা ও আক্বীদা ইসলামিয়া বই থেকে)*।<br>***বি. দ্র.*** *এই পর্বে মাঝে মাঝে নবাগতদের জন্য ছালাতের নিয়মাবলী বা দৈনন্দিন মাসআলা-মাসায়েল হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।* | ১৫ মি. |
| **সামষ্টিক পাঠ :** সিলেবাসভুক্ত সাংগঠনিক বইসমূহ (পরিচিতি/আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?/সমাজ বিপ্লবের ধারা/ইক্বামতে দ্বীন/আক্বীদা ইসলামিয়াহ/মাসিক আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তরসহ/তাওহীদের ডাক ইত্যাদি)।<br>***বি. দ্র.*** *প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুখস্ত করিয়ে দিতে হবে।* | ১৫ মি. |
| **ক. দারসে কুরআন-** ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি- তাওহীদ/শিরক/কুফর/নিফাক/সুন্নাত/বিদ'আত/তাক্বওয়া/ইসলামী আদব/ইবাদত ইত্যাদি। | ৩০ মি. |

| | |
|---|---|
| **খ. দারসে হাদীছ-** ইসলামের প্রায়োগিক বিধানসমূহ- ছালাতসহ বিভিন্ন আহকাম সংক্রান্ত বিষয়াদি/সমাজ বিপ্লব/চরিত্র সংশোধন : করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদি, অহংকার, গীবত, হিংসা/ধর্মীয় অপসংস্কৃতি : পীরপূজা, আশূরা, শবেবরাত, মীলাদ, কুলখানী, চেহলাম, শবেমেরাজ প্রভৃতি/সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা/দা'ওয়াত প্রদানের নীতিমালা/জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ/জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন/পারস্পরিক ঈমানী মহব্বত ইত্যাদি।<br>***বি. দ্র.*** *আলোচক পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণমূলকভাবে বক্তব্য রাখবেন। প্রয়োজনে শ্রোতাদের প্রশ্ন করবেন। বক্তৃতা শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পাঁচ মিনিটের প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখবেন।* | |
| **ক. ছাহাবী ও পরবর্তী আমলে সংস্কার আন্দোলন ও তার শিক্ষা পর্যালোচনা-** নবীদের কাহিনী/রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী-মাদানী জীবন/বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন : হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণ, ইবনে তায়মিয়াহ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলন/শাহ অলিউল্লাহ, ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমাদের জিহাদ আন্দোলন/ছিদ্দীক ভূপালী-নাযীর হোসাইনের শিক্ষা আন্দোলন/তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ্র সামাজিক আন্দোলন/ভারত উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন/সারাবিশ্বে সালাফী আন্দোলন ইত্যাদি।<br>**খ. দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও তার শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা-** মাযহাবী গোঁড়ামীর কুপ্রভাব/মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য/জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থা/ইসলামী শিক্ষানীতি, ইসলামী খেলাফত, ইসলামী অর্থনীতি/ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, সূদী অর্থনীতি, বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি। | ৩০ মি. |
| আগ্রহী সুধীদের বক্তব্য/সাংগঠনিক ফরম পূরণ/বৈঠকী দান। | ৫ মি. |
| সভাপতির বৈঠক পর্যালোচনা/সমাপনী বক্তব্য। | ১০ মি. |

**বি. দ্র.** সময় ও আলোচনার বিষয়বস্তু প্রয়োজনে পরিবর্তিত হ'তে পারে।

# তৃতীয় দফা কর্মসূচী : তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ

এ দফার করণীয় হ'ল, সংগঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জনশক্তিকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্ম ও প্রগতির নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রকৃত প্রস্তাবে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু হয়। যেসব তরুণ, ছাত্র ও যুবক সংগঠনের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সংগঠনের সাথে সংঘবদ্ধ হন, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ এবং আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এই দফার সঠিক বাস্তবায়নের উপরেই নির্ভর করে আন্দোলনের সফলতা এবং এর উপরই নির্ভর করে সাংগঠনিক মযবুতী ও যোগ্য নেতা-কর্মী সৃষ্টি।

**এ দফার করণীয় :**

(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা।

(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন ও 'আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক পাঠক ফোরাম' গঠন করা।

(৩) সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৪) নফল ইবাদত করা।

(৫) দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৬) দাঈ ও ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৭) বিশেষ কোর্স ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম :

(৮) শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা।

(৯) নিয়মিত 'ইহতিসাব' সংরক্ষণ করা।

(১০) আত্মসমালোচনা করা।

**বিস্তারিত বিবরণ :**

## (১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন :

সংগঠনের নির্ধারিত সিলেবাস পঠন ও পাঠন সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য একান্ত ভাবে আবশ্যক। কাজেই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে এবং অপরকে এগুলি পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনই বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে খরীদ ও বিতরণ করবেন। মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে এগুলি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ প্রদান করবেন। বন্ধু ও সুধী মহলে হাদিয়া দিবেন। নিজেদের লেখনীর ক্ষেত্রে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'-এর ভাষা ও বানান রীতি অনুসরণ করবেন। ভাষায় যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতের প্রতি ইঙ্গিতবাহী শব্দ ও বর্ণসমূহ পরিহার করবেন। যেমন খোদা, নামায, রোযা, আংকেল, আন্টি ইত্যাদির বদলে আল্লাহ, ছালাত, ছিয়াম, চাচাজী, চাচীমা বলবেন।

## (২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন :

প্রতিটি শাখায় একটি করে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' থাকবে। যেখানে একটি আলমারী এবং একটি পাঠাগার রেজিস্টার থাকবে। যাতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার'...শাখা নামে মুদ্রিত সীল থাকবে। ক্রয়কৃত বই সমূহে বইয়ের নম্বর, সীল ও তারিখ থাকবে। বই ক্রয় রেজিস্টার ও বিতরণ রেজিস্টার পৃথক থাকবে। বিতরণ রেজিস্টারে বইয়ের নাম, গ্রহীতার নাম, বই গ্রহণের তারিখ ও স্বাক্ষর এবং বই ফেরৎ প্রদানের তারিখ ও স্বাক্ষর থাকবে। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা পাঠাগারের জন্য ক্রয়কৃত, পাঠাগার থেকে ইস্যুকৃত ও পঠিত বই সমূহের হিসাব রাখবেন এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। সংগঠনের পরিচালিত বা প্রভাবিত মসজিদে অত্র পাঠাগার থাকতে পারে। পাঠাগারের সঙ্গে প্রয়োজনে 'বই বিক্রয় কেন্দ্র' থাকতে পারে। তবে বিক্রয় কেন্দ্র মসজিদের বাইরে থাকতে হবে। প্রতি মাসিক বৈঠকে সবকিছুর হিসাব 'যুবসংঘ'-এর কর্মপরিষদের নিকট পেশ করতে হবে এবং সেখান থেকে পরবর্তী মাসের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত বই ক্রয়ের তালিকা অনুমোদন করে নিতে হবে। পাঠকের যোগ্যতা ও রুচি বুঝে তাকে বই দিতে হবে। এক সপ্তাহের মেয়াদে বই দিবেন। বাড়াতে চাইলে পরের সপ্তাহে পুনরায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে মেয়াদ বাড়াবেন।

**(ক) পাঠক সম্মেলন :** পাঠক কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তা যাচাইয়ের জন্য পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবারে 'পাঠক সম্মেলন' করতে হবে। স্ব স্ব পঠিত বইয়ের উপর নির্ধারিত পাঠকগণ আলোচনা করবেন। সেখান থেকে আহরিত জ্ঞান ও বইয়ের সাহিত্যিক মান ইত্যাদি বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখবেন। পাঠকগণ বই খরীদ করে পাঠাগারে দান করতে পারেন।

**(খ) আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক পাঠক ফোরাম গঠন :** উপযেলা বা যেলায় 'আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক পাঠক ফোরাম' করা যেতে পারে। যেখানে কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার ফোরামের উদ্যোগে 'সেমিনার' হওয়া প্রয়োজন। সেখানে পূর্ব নির্ধারিত পাঠকগণ আত-তাহরীক ও তাওহীদের ডাক-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, দরস, প্রবন্ধ, প্রশ্নোত্তর, কবিতা, সংগঠন সংবাদ, স্বদেশ-বিদেশের খবর ও সেসবের নীচে প্রদত্ত মন্তব্য সমূহের যথার্থতা ছাড়াও পত্রিকার সার্বিক মান নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ থাকলে তা সম্পাদক/সহকারী সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করবেন।

**(গ) লেখক ফোরাম গঠন :** তরুণদের প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে সাহিত্যামোদী ভাইদের নিয়ে যেলা ভিত্তিক স্বতন্ত্র 'লেখক ফোরাম' গঠন করা যেতে পারে। লেখক ফোরামের একজন কেন্দ্রীয় পরিচালক থাকবেন। তিনি ফোরামের অন্ত র্ভুক্ত তরুণ লেখকদের সাহায্যে দেওয়াল পত্রিকা, সাময়িকী প্রভৃতি প্রকাশ করবেন। মাঝে-মধ্যে লেখকদের উদ্যোগে সাহিত্যের আসর বসবে। সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যামোদী ব্যক্তিদের দাওয়াত দিতে হবে। তরুণ লেখকগণ এতে স্বরচিত কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আবৃত্তি করবেন। এখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতেও ভার্চুয়াল ইসলামী লেখক ফোরাম তৈরী হ'তে পারে। এছাড়া বছরে একবার এই ফোরামের উদ্যোগে লেখক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। লেখক ফোরামের উদ্দেশ্য হবে দেশে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্যের প্রসার ঘটানো।

**(৩) সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান :**

এক বা একাধিক শাখার কর্মীগণ মিলিতভাবে কমপক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন। এতে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে কোন প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। তবে সেজন্য অন্ততঃ একমাস আগে যোগাযোগ করতে হবে। সফরের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট শাখাগুলি বহন করবে।

**প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী :**

(ক) প্রথম দিন বাদ আছর হ'তে পরদিন এশা পর্যন্ত অথবা সকলের সুবিধানুযায়ী অন্যূন ত্রিশ ঘণ্টা মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ চলবে।

(খ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত কেউ বাইরে যাবেন না।

(গ) খাওয়া-দাওয়া, নাশতা-ঘুম সবই একত্রে এবং সময়সূচী মোতাবেক হবে। কেননা এটাও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মী অবশ্যই খাতা-কলম সঙ্গে রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় নোট করে নিবেন।

(ঙ) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য কর্মসূচী মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠকে গৃহীত হবে এবং অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট সকল শাখার কর্মীদের জানিয়ে দিবেন।

(চ) শাখা/এলাকা/উপযেলা/যেলা ও কেন্দ্রীয় সভাপতি স্ব স্ব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকবেন। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোন যোগ্য 'উপদেষ্টা'কে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি করা যাবে।

**প্রশিক্ষণ সূচী নিম্নরূপ হবে-**

(১) দরসে কুরআন (২) দরসে হাদীছ (৩) পরিচিতি অনুষ্ঠান (৪) আক্বীদা (আক্বীদার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ নির্বাচন করবেন) (৫) বক্তৃতা শিক্ষা ক্লাস (৬) সংগঠন শিক্ষা ক্লাস (৭) বিতর্ক সভা (৮) সামষ্টিক পাঠ (৯) সাহিত্যের আসর (১০) মাসআলা শিক্ষা ক্লাস ও ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ

(১১) সভাপতির ভাষণ ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ (১২) তাহাজ্জুদ ছালাত। প্রয়োজনে কোন বিষয় কমবেশী করা যেতে পারে।

**প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ-**

**(১) দরসে কুরআন :** সময়োপযোগী আয়াতসমূহ থেকে ঊর্ধ্বপক্ষে ২০ মিনিটের জন্য এ দরস চলবে।

**(২) দরসে হাদীছ :** উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে দরসে হাদীছ পেশ করতে হবে। এজন্য 'তাবলীগ' অধ্যায়ে দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**(৩) পরিচিতি অনুষ্ঠান :** সংগঠনের জন্য এটি একটি বিশেষ যরূরী দিক। একজন পরিচালকের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হবে। প্রথমে সালাম দিয়ে দাঁড়াবেন। অতঃপর নিজের নাম-ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সাংগঠনিক মান, সাংগঠনিক দায়িত্ব (যদি থাকে) বর্ণনা করবেন। অতঃপর সালাম দিয়ে বসবেন।

**(৪) আক্বীদা :** মৌলিক আক্বীদা বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান অতীব যরূরী বিষয়। জাতীয় ও বিজাতীয় জাহেলী মতবাদ সমূহের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষক নির্ধারিত বিষয়ে কর্মীদেরকে প্রথমে সংক্ষিপ্ত নোট প্রদান করবেন। অতঃপর সেগুলি কর্মীদের মুখস্থ করাবেন ও বুঝিয়ে বিষয়টি আত্মস্থ করিয়ে দিবেন। এছাড়া কেন্দ্র কতৃক পরিবেশিত মানোন্নয়ন সিলেবাসের 'আক্বীদা' অধ্যায়টি মুখস্ত করাবেন। এই সাথে 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' ও 'আরবী ক্বায়েদা' আক্বীদা অংশ পড়াবেন।

**(৫) বক্তৃতা শিক্ষা ক্লাস :** পরিচালক প্রথমে বক্তৃতার পদ্ধতি বিষয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন। নির্ধারিত বক্তৃতা হ'লে শুরুতে বক্তা পরিচালকের নিকট থেকে বিষয়বস্তু লিখিত কাগজটি হাতে নিবেন। আর উপস্থিত বক্তৃতা হ'লে পরিচালক একটি কৌটার মধ্যে বিষয়বস্তু সমূহ লিখিত মণ্ডাকার কাগজগুলি রাখবেন। এরপর কৌটাটি ভাল করে ঝাঁকিয়ে দিবেন। এরপর সেখান থেকে বক্তা যেকোন একটি কাগজ উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে প্রথমে সালাম দিবেন। অতঃপর বলবেন, *মাননীয় পরিচালক, বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী ও*

*সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আজকে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হ'ল...*। এ বিষয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে...।

**(ক) নির্ধারিত বক্তৃতা :** নির্ধারিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঊর্ধ্বপক্ষে তিনটি হবে। যেমন তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ, শিরক ও তার প্রকারভেদ, বিদ'আত ও তার ব্যাখ্যা, ইত্তেবা, তাক্বলীদ ও আহলেহাদীছ-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, 'যুবসংঘ'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঁচ দফা মূলনীতি, চার দফা কর্মসূচী, তিনটি সংস্কার, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?' ইত্যাদি। এজন্য কর্মীদের মধ্য হ'তে নির্দিষ্ট সংখ্যক বক্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের অন্ততঃ আধা ঘণ্টা পূর্বে পরিচালকের নিকট তাদের নাম জমা দিবেন। বক্তার সংখ্যা বেশী হ'লে কয়েকজন গ্রুপ লীডারের অধীনে একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এই ক্লাস চলতে পারে। লিখিত বক্তৃতা চলবেনা এবং বক্তৃতার সময়সীমা ৫ মিনিটের ঊর্ধ্বে হবে না। সময় শেষ হবার ৩০ সেকেণ্ড পূর্বে পরিচালক বক্তাকে সংকেত দিবেন। সর্বশেষ সংকেত পাওয়ার সাথে সাথেই বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তিনজন বিচারক থাকবেন এবং তারা নম্বর দিবেন ও শেষে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

**(খ) উপস্থিত বক্তৃতা :** উপস্থিত বক্তৃতার জন্য বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ আধা ঘণ্টা পূর্বে পরিচালকের নিকট নাম দিতে হবে। পূর্বোক্ত নিয়মেই বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু মাত্র একটি হবে এবং তার সময়সীমা হবে ৩ মিনিট। তিনজন বিচারক থাকবেন এবং তারা পৃথকভাবে নম্বর দিবেন ও শেষে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

**(৬) সংগঠন শিক্ষা ক্লাস :** এই অনুষ্ঠানে পরিচালক সংগঠনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা করবেন। অতঃপর উপস্থিত কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক জ্ঞান যাচাই করবেন। তিনি গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

**(৭) বিতর্ক সভা :** এটি বক্তা ও মুনাযির সৃষ্টি করার অন্যতম মাধ্যম। বিতর্ক সভা নিছক জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হবে। কর্মীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে এটি একটি সুন্দর পন্থা। পক্ষে ও বিপক্ষে আকর্ষণীয় যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়গুলি বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। উভয় পক্ষে ৪/৫ জন

করে বক্তা একটি বিতর্কে অংশ নিবেন। প্রত্যেকেই তিন মিনিট করে সময় পাবেন এবং দলনেতাদ্বয় দু'বারে মোট ছয় মিনিট করে সময় পাবেন। বিতর্ক সভায় একজন পরিচালক ও তিনজন করে বিচারক থাকবেন। প্রতি তিন মিনিট বিতর্কের জন্য মোট নম্বর থাকবে ১০। বিচারকগণ বিতর্কের বিষয়বস্তু নয় বরং বিতর্কের মান কার কতটুকু উন্নত, সেই হিসাবে নম্বর দিবেন। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে বিচারকগণ আলাদা ভাবে নিজ নিজ ইচ্ছামত বক্তার নামের ডাইনে নম্বর দেবেন এবং বিতর্ক শেষে তাদের নম্বর সমূহ যোগ করে বিজয়ী পক্ষ এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিতর্ককারীর নাম ঘোষণা করবেন। এখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। মেধা যাচাইয়ের জন্য পৃথকভাবে 'কুইজ প্রতিযোগিতা' হ'তে পারে। যেখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

বিতর্কসভা বিভিন্ন বিষয়ের উপর হ'তে পারে। যেমন- (১) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই হ'ল জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি (২) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (৩) তাক্বলীদে শাখছী বিশুদ্ধ ইসলামী খেলাফত কায়েমে সবচেয়ে বড় অন্তরায় (৪) সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৫) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতিই হ'ল অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান (৬) আহলেহাদীছ আন্দোলন-ই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন (৭) সকল প্রকারের বিদ'আতই গোমরাহী (৮) প্রচলিত ছালাত বনাম বিশুদ্ধ ছালাত (৯) প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী রাজনীতি (১০) প্রচলিত সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি (১১) মানবিক মূল্যবোধ বনাম প্রচলিত মূল্যবোধ (১২) সাধারণ শিক্ষা বনাম ইসলামী শিক্ষা (১৩) ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত রূপ (মাযহাবী বনাম হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা) প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত ছালাতের বিভিন্ন মাসায়েল-এর উপরেও পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক সভা হ'তে পারে। যেমন (ক) ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধা (খ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করা (গ) সূরা ফাতিহা পাঠ করা (ঘ) জেহরী ছালাতে সশব্দে আমীন বলা (ঙ) তারাবীহ ৮ রাক'আত না ২০ রাক'আত (চ) ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর না ১২ তাকবীর ইত্যাদি, যা ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইয়ে রয়েছে। তাছাড়া দেশে প্রচলিত শিরক সমূহের উপর বিতর্ক হ'তে পারে। যেমন কবর পূজা, স্থান পূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা, আগুন ও বেদী পূজা,

মিনার ও তাযিয়া পূজা ইত্যাদি। এছাড়াও প্রসিদ্ধ বিদ'আত সমূহ যেমন- মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, দিবস ও বার্ষিকী পালন ইত্যাদি। সংগঠনের বই সমূহ ও আত-তাহরীকের ফৎওয়া ও লেখনীসমূহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করবেন।

বিতর্কে অংশগ্রহণকারীগণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আগে থেকেই বই বা প্রবন্ধ পড়ে নিবেন এবং তা থেকে সংক্ষিপ্ত নোট হাতে রাখবেন। বিতর্কের সময় বক্তাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এর সামান্য ব্যতিক্রমে নম্বর কাটা যাবে।

(ক) কোন মতেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। কেননা 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' (খ) কথা যুক্তিপূর্ণ ও ভাষা মার্জিত হ'তে হবে (গ) শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকুই বলতে হবে ও যাবতীয় অহেতুক কথা পরিহার করতে হবে (ঘ) চলিত ভাষা ব্যবহার করতে হবে (ঙ) পরিচালকের প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত পাবার পর বক্তব্যের উপসংহার এবং শেষ সংকেত পাবার সাথে সাথেই বক্তব্য শেষ করতে হবে।

বিতর্কের সময় এ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, তর্কের খাতিরে তর্ক নয়, বরং শেখার উদ্দেশ্যে তর্ক করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটুকুও জেনে রাখতে হবে যে, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী না থাকার কারণে অনেক সময় শাশ্বত সত্য বিষয়ের পক্ষের বক্তারা বিতর্কে হেরে যান। তেমনি কেবলমাত্র আকর্ষণীয় উপস্থাপনা গুণেই বিপক্ষীয়রা তর্কে জিতে যান।

**(৮) সামষ্টিক পাঠ :** 'তাবলীগ' অধ্যায়ে বর্ণিত 'সামষ্টিক পাঠ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**(৯) সাহিত্যের আসর :** সকালে নাশতার পর বা অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে এই আসর বসবে। এর উদ্দেশ্য হ'ল দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে যেসব জাহেলিয়াত বিরাজ করছে, সেগুলির বিষয়ে কর্মীদের সজাগ করা এবং তার বিপরীতে বিশুদ্ধ ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা। কেননা বিভিন্ন বাতিল আদর্শের লোকেরা সাহিত্যের মাধ্যমে সুকৌশলে তাদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে দেশের যুব চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এবং তাদেরকে সমাজ গঠন ও উন্নয়ন চিন্তা হ'তে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নানা কুরুচিকর সাহিত্য ও মারদাঙ্গা উপন্যাসে দেশ ভরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রচার

মাধ্যমে এমন সব বাজে গান-কবিতা পরিবেশন করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী নৈতিকতার বিরোধী। সেই সাথে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে বুলেট ও বোমাবাজির মাধ্যমে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে তরুণদের পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। অথচ ইসলামে যেমন শৈথিল্যবাদের অবকাশ নেই, তেমনি জঙ্গীবাদেরও স্থান নেই। সংগঠনের 'সাহিত্যের আসরে' উক্ত সকল বিষয়ে কর্মীদেরকে হুঁশিয়ার করে তুলতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শব্দাবলী পরিহার করতে হবে। যেমন 'সৃষ্টিকর্তা বা উপরওয়ালার দয়ায় ভাল আছি' না বলে 'আল্লাহ্‌র রহমতে ভাল আছি'; 'ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন' না বলে 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন, সুস্থ রাখুন' বলতে হবে। এ পৃথিবী ব্রহ্মার অণ্ড বা ডিম নয়। সে কারণ 'আল্লাহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক' না বলে 'আল্লাহ জগত সমূহের প্রতিপালক' বলতে হবে। সেই সাথে 'খোদা' না বলে 'আল্লাহ' 'জলবায়ু, জলরাশি বা জলহাওয়া' না বলে 'আবহাওয়া বা পানিরাশি' বলতে হবে। 'আংকেল' 'আন্টি' 'কাকা' 'কাকী' 'বাবা' 'দাদা' না বলে মুসলমান ছেলেরা 'চাচাজী' 'চাচীমা' 'আব্বু' 'ভাই' বলবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সাহিত্যের নামে যেভাবে শিরকী ও বিদ'আতী সাহিত্যের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন ঔকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে যদি কেউ লেখেন, 'চলো চৌধুরী বাড়ীতে মৌলূদ শরীফ পড়িতে যাই' তাহ'লে সেখানে আমরা লিখব 'চলো মৌলানা বাড়ীতে তৌহীদের ওয়ায শুনিতে যাই'। এমনিভাবে ভক্তিমূলক গানের নামে বাউল গান, লালনগীতি, মুর্শেদী, মারেফতী, মাইজভাণ্ডারীসহ বিভিন্ন ছূফীবাদী গান-গযলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহজ-সরল ভাষায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক কবিতা ও রচনা পাঠ করতে হবে। যা পড়লে বা শুনলে পাঠক ও শ্রোতার মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভক্তি এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। উক্ত বিষয়ে কর্মীগণ 'আল-হেরা'র সিডি, ইউটিউব চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'জীবন দর্শন', 'দিগদর্শন' প্রভৃতি বই এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক 'দরস' ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করবেন।

ঊর্ধ্ব পক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) শব্দের প্রবন্ধ, ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শব্দের ছোট গল্প এবং কমবেশী ২০ লাইনের ইসলামী কবিতা লিখে 'সাহিত্য আসর'-এর

এক সপ্তাহ পূর্বে পরিচালকের নিকট জমা দিবেন। পরে তা পরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক লেখক নিজে আবৃত্তি করে শুনাবেন। পৃথকভাবে 'আবৃত্তি প্রতিযোগিতা' হ'তে পারে। ভাল রচনা ও ভাল আবৃত্তির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে পারে। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা সংগঠনের মুখপত্র সমূহে প্রকাশের জন্য পরিচালকের সত্যায়নসহ পাঠাবেন। শাখার রেকর্ড ফাইলে তার ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন।

**(১০) মাসআলা শিক্ষা ক্লাস ও ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ :** সাধারণতঃ বাদ এশা এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে মাসিক আত-তাহরীকের যেকোন একটি সংখ্যার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ থেকে অনধিক ১০টি প্রশ্নোত্তর পড়ে শুনাবেন ও বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর কর্মীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন। সেই সাথে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দো'আ পড়িয়ে দিবেন।

**(১১) সভাপতির ভাষণ ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ :** অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণের শিক্ষা সমূহ বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওফীক কামনা করে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠ অন্তে সভাপতি অনুষ্ঠানের সাময়িক বিরতি ঘোষণা করবেন।

**(১২) তাহাজ্জুদ ছালাত :** ফজরের অন্ততঃ ৪৫ মিঃ পূর্বে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে। এ বিষয়ে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর নির্দিষ্ট অধ্যায়ে নিয়ম-কানূন দেখে নিবেন। তাহাজ্জুদ শেষে আল্লাহ্র কাছে নিজ নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে তওবা করবেন এবং নীরব অশ্রু দিয়ে আকুতিভরা হৃদয়ে তাঁর রহমত ভিক্ষা করবেন। আর তাঁরই নিকটে সকল ফরিয়াদ পেশ করবেন। অতঃপর জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায়ের পর সভাপতি পুনরায় সবাইকে বিদায়ী দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। বিদায়ী দো'আ : *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম* 'আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৭৭ পৃ.)*।

**(৪) নফল ইবাদত :**

আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছাড়া কখনোই নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন চলতে পারে না। আর কর্মী কখনোই নিবেদিত প্রাণ হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ভীতি ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে। নফল ইবাদত এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই 'যুবসংঘে'র কর্মীদের মধ্যে নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই বন্ধুর পথে আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত আমাদের অন্য কোন সম্বল নেই। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের একমাত্র রাস্তা হ'ল তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাই যে সকল কাজে তিনি অধিক সন্তুষ্ট হন, সেই সকল কাজ আমাদের অধিকহারে করে যেতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে। (ক) তাহাজ্জুদ ছালাত (খ) নফল ছিয়াম (গ) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়।

**(ক) তাহাজ্জুদ ছালাত :** এ প্রসঙ্গে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কঠিন হ'লেও যৌবনের ঊষাকালে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে ছায়া প্রদান করবেন। যাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল ঐ যুবক, যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে। ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। যখন সে বেরিয়ে আসে, পুনরায় সেদিকে ফিরে যায়। ঐ দুই ব্যক্তি যারা স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছে ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঐ ব্যক্তি যে নিরিবিলি আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে ডান হাতে ব্যয় করে, অথচ বাম হাত তা জানতে পারে না'... *(বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১)*।

**(খ) নফল ছিয়াম :** নিয়মিত নফল ছিয়াম কর্মীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি সুন্দর সুন্নাতী তরীকা। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার কিংবা প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম রাখার অভ্যাস গড়ে উঠলে যেমন অফুরন্ত ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, তেমনি অনেক অজানিত রোগ থেকে আল্লাহ্‌র রহমতে মুক্ত থাকা যায়। এতদ্ব্যতীত

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম, আশূরার দু'টি ছিয়াম, আরাফার একটি বা দু'টি ছিয়াম প্রভৃতি রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

**ই'তিকাফ :** ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের অন্যতম বড় মাধ্যম। সংগঠনের কর্মীদের সুযোগ মত রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। ই'তিকাফের মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুঃ মুঃ; মিশকাত হা/২০৯৭)*। ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে জামে মসজিদে কাপড়ে ঘেরা ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবেন এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবেন না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১২০)*। অধিক হারে নফল ইবাদত, তেলাওয়াত ও দো'আ-ইস্তিগফারে লিপ্ত থেকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করাই ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য।

ই'তিকাফ অবস্থায় সর্বদা ছালাত, দো'আ-দরূদ ও কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকবেন। নিজের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাধ্যমত কান্নাকাটি করবেন। মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর ই'তিকাফ স্থলে গিয়ে সুন্নাত ও নফল সমূহ আদায় করবেন। জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়ে ই'তিকাফ স্থলে বসে তেলাওয়াতে রত হবেন। শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুত তওবাহ ইত্যাদি নফল ছালাত দু'রাক'আত করে আদায় করবেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সহ তরজমা ও তাফসীর পাঠ করা এবং হেফয করা যাবে। 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'তাফসীরুল কুরআন' সর্বদা সাথে রাখবেন।

**(গ) আল্লাহ্র পথে ব্যয় :** সংগঠনকে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক এয়ানত, বিশেষ ও এককালীন বার্ষিক এয়ানত, বৈঠকী দান এবং অন্যান্য সমাজসেবা মূলক অনুদান আর্থিক নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে ছাদাক্বা পেশ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিকতর পবিত্র' *(মুজাদালাহ ৫৮/১২)*। সেকারণ যেকোন দ্বীনী বৈঠকে আল্লাহর ওয়াস্তে বৈঠকী দান করা আবশ্যক।

নিয়মিত ছাদাক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। মুসলমান কখনও কৃপণ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কৃপণতা এবং ঈমান কখনো এক হৃদয়ে থাকতে পারে না' *(তিরমিযী হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/৩৮২৮)*। তিনি বলেন, 'গ্রহীতার হাত অপেক্ষা দাতার হাত অধিক উত্তম' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪২, ১৮৪৩)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। তাই আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে নিয়মিত দান-ছাদাক্বার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দান করার সময় এ নিয়ত রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি। তিনি এর বহুগুণ বদলা দিবেন। কেননা তিনি বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা তোমাদের জন্য অগ্রিম যা প্রেরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্র নিকট পাবে। বস্তুতঃ সেটাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম পুরস্কার'...*(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি বলেন, 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও'। আরেকজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস কর' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮৬০)*। অতএব প্রতিদিন বাদ ফজর অথবা দিনের যেকোন সময়ে কিছু দান করা আবশ্যক। এজন্য সংগঠনকে নিয়মিত এয়ানত দেওয়া ছাড়াও অনিয়মিতভাবে যেকোন দানের সুযোগ গ্রহণ করবেন।

### (৫) দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা :

বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, প্রাথমিক সদস্য, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদেরকে নিয়ে বছরে কমপক্ষে একবার প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। এতে সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি, অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের করণীয় ও গুণাবলী, কর্মীদের করণীয় ও গুণাবলী, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসসহ সংগঠনের বিভিন্ন

বইয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এসব প্রশিক্ষণে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এছাড়া পূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ এবং আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ এতে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া কর্মীদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত যে কোন কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

**(৬) দাঈ ও ইমাম প্রশিক্ষণ :**

সর্বস্তরের ইমাম ও খতীবদেরকে যোগ্য দাঈ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য 'দাঈ ও ইমাম প্রশিক্ষণ'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি ছয় মাস বা এক বছর অন্তর সাংগঠনিক কার্যালয়ে বা কোন মসজিদে এক/দুই দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।

**(৭) বিশেষ কোর্স ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম :**

(ক) শিক্ষার্থীদের জন্য সাপ্তাহিক এবং ভ্যাকেশন বা প্রতিষ্ঠানিক ছুটির সময় শিক্ষামূলক বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা, আরবী ভাষা ও ব্যকরণ শিক্ষা, ছহীহ আক্বীদা ও মানহাজ শিক্ষা, দাওয়াতের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে এক বা একাধিক শিক্ষকের অধীনে প্রয়োজনমাফিক ১/২/৩/৪ মাসব্যাপী কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অনলাইনেও আয়োজন করা যেতে পারে। (খ) সাংগঠনিক বিভিন্ন বইয়ের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (গ) জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ব্যক্তিত্ব গঠন, ক্যারিয়ার গঠন, লীডারশীপ বা নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধি, সময় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি আত্মোন্নয়নমূলক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

**(৮) শিক্ষা সফর :**

তৃতীয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে শিক্ষা সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সফর দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা : (ক) বিভিন্ন শাখা বা যেলা সফর করা (খ) কোন পর্যটন স্পটে

শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা। এটি যেলা ভিত্তিক হ'তে পারে বা কেন্দ্রীয়ভাবে হ'তে পারে।

**(ক) শাখা সফর :** ঊর্ধ্বতন শাখার পক্ষ হ'তে অধঃস্তন শাখা বা যেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। এতে অধঃস্তন শাখাগুলি চাঙ্গা হয় এবং কর্মীদের মধ্যে কাজের উদ্যম বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।

**(খ) শিক্ষামূলক ভ্রমণ :** মাঝে-মধ্যে কর্মীদের নিয়ে দূরে কোন সুন্দর স্থানে বা পর্যটন স্পটে শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করা যায়। এতে আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় এবং দাওয়াতী জাযবা বৃদ্ধি পায়। সফরের সাথে সাথে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।-

(১) সফরে যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে সংগঠনের 'পরিচিতি' বিতরণ করা (২) গন্তব্যে পৌঁছার পর স্থানীয় বাজার ও মসজিদ-মাদ্রাসায় ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-সহ আক্বীদা ও ইসলাম পরিচিতি বিষয়ক বই-পত্রসমূহ বিতরণ করা। (৩) একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ বৈঠক করা। যার শুরুতে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত। অতঃপর পরিচালক কর্তৃক গন্তব্যস্থল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বিতরণ ও বর্ণনা এবং পারস্পরিক পরিচিতি অনুষ্ঠান। অতঃপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে ক্বিরাআত, আযান, কবিতা আবৃত্তি, আত-তাহরীক ও তাওহীদের ডাকের সম্পাদকীয় পাঠ, আল-হেরা ইসলামী জাগরণী, সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ ও ২, কুইজ প্রতিযোগিতা, হিফযুল হাদীছ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে। (৪) স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় করা এবং পরিবেশ পেলে সাংগঠনিক শাখা গঠন করা।

**(গ) সংক্ষিপ্ত দাওয়াতী সফর :** সহজ উপায়ে কর্মীদের চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে এক বা দু'দিনের জন্য নিজ খরচে দাওয়াতী সফর বা ক্যাম্পিং করা। চার/পাঁচ জনের ছোট কাফেলা কাছে বা দূরের কোন লোকালয়ে, মসজিদে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে একত্রে এই সফর বা 'দাওয়াহ ক্যাম্পিং' করবেন। এর ফলে ইবাদতের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং একত্রে রাত্রি যাপনের ফলে পরস্পরের মধ্যে আন্ত

রিকতা গভীর হয়। সফরে গিয়ে সেখানকার যুবকদের মসজিদে দাওয়াত দিবেন এবং তাদের সামনে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী আলোচনা করবেন।-

(ক) দরসে কুরআন (খ) দরসে হাদীছ (গ) পাঠচক্র (ঘ) তাহাজ্জুদ ছালাত (ঙ) ফজরের ছালাত। দরসের জন্য 'তাফসীরুল কুরআন' এবং পাঠচক্রের জন্য 'নবীদের কাহিনী' বা ছালাতুর (ছাঃ) অথবা সংগঠনের কোন একটি বই বা 'প্রচারপত্র' থেকে পাঠ করবেন। পরিচালক বইয়ের বিষয়গুলি সাথীদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করবেন। অতঃপর শেষরাতে সকলে তাহাজ্জুদ পড়বেন। এরপর ফজরের জামা'আত শেষে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে ১ম দফা কর্মসূচীর (৩) ধারা অনুযায়ী ১০ মিনিট পাঠ করে শুনাবেন। যাতে মসজিদে প্রতিদিন বাদ ফজর এরূপ সংক্ষিপ্ত তা'লীম জারী থাকে, সে বিষয়ে ইমাম ও মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানাবেন।

## (৯) নিয়মিত 'ইহতিসাব' সংরক্ষণ :

'ইহতিসাব' অর্থ আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের আশায় সৎকর্ম করা। এটি যোগ্য কর্মী তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যে কর্মীর রিপোর্ট যত উন্নত হবে, তিনি তত উন্নত মানের কর্মী হ'তে পারবেন। নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন কর্মী তার ঈমান-আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি পরখ করতে পারে। এতে সে ক্রমে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে।

এ সংগঠন স্রেফ জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানায়। তার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তারই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হ'ল দৈনিক নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা। 'ইহতিসাব' (اَلْاِحْتِسَابُ) অর্থ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব কামনা করা। মুমিনগণ তাদের সকল সৎকর্মে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব ও পুরস্কার কামনা করে। আর ছওয়াব কামনা ব্যতীত আল্লাহ্র নিকটে বান্দার কোন আমলই কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম রাখে...এবং রাত্রি জাগরণ করে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় (إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا) তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়...' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯৫৮ 'ছওম' অধ্যায়)*। এতে বুঝা যায় যে,

আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর নিকট থেকে ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত পরকালে কিছুই আশা করা যায় না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। আর তোমাদের যে কেউ নিজেদের জন্য অগ্রিম সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তোমরা সেটা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ'ল উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি বলেন, 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তাকে এর বিনিময়ে বহুগুণ বেশী দিবেন!' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

পক্ষান্তরে কোন সৎকর্ম যদি 'লোক দেখানো' বা 'শুনানো'-র উদ্দেশ্যে হয় এবং বিশুদ্ধ শরী'আত মোতাবেক না হয়, তাহ'লে সেই আমল নিস্ফল হবে *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র প্রতি ইখলাছ ও সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত কোন আমল ঐ পথিকের ন্যায়, যে বালু দিয়ে থলে পূর্ণ করে, যা তাকে ভারী করে। কিন্তু তার কোন উপকার করে না' *(আল-ফাওয়ায়েদ ৪৯ পৃ.)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ছালাত শেষে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ কর' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৮৪৯; মিশকাত হা/৫৫৬২)*। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর' *(তিরমিযী হা/২৪৫৯, মওকূফ)*।

অত্র 'ইহতিসাব' রাখার উদ্দেশ্য হ'ল অধিক সৎকর্মের মাধ্যমে অধিক ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করা এবং দুনিয়ায় জবাবদিহিতার মাধ্যমে আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর করা।

প্রতি মাসিক কর্মপরিষদ বৈঠকে কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট সভাপতিকে নিজ নিজ রিপোর্ট দেখাবেন। যারা লিখতে জানেন না, তারা মৌখিকভাবে এটা পেশ করবেন এবং সভাপতি তা নোট করে নিবেন। সভাপতি নিজ কর্মপরিষদের নিকট প্রথমে তার নিজের রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি কর্মীদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রত্যেকের রিপোর্ট বইয়ে আলাদা আলাদা মন্তব্য লিখবেন অথবা A+ A B C-তে টিক চিহ্ন (√) দিবেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখবেন।

## (১০) আত্মসমালোচনা :

আত্মসমালোচনায় নিজের আয়-রোজগার এবং পরিবারে পর্দা-পুশীদা বিষয়ে চেতনা থাকতে হবে। 'হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। আর পরিবারে বেপর্দায় সমর্থনকারী পুরুষ 'দাইয়ূছ' হিসাবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহাহ হা/১৩৯৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যিনি সর্বাধিক তওবাকারী' *(তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১)*। অতএব দৈনিক রাতে শোওয়ার আগে নিজের সারা দিনের কর্ম তালিকা স্মরণ করা ও ভুলগুলো সংশোধনের জন্য তওবা করা অপরিহার্য। বান্দার সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় থাকলে সেটি তার নিকট থেকে দ্রুত মুক্ত হ'তে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কিছুতে যুলুম করেছে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে উক্ত বিষয়ে মুক্ত হয়, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। যদি তার নিকটে সেদিন কোন সৎকর্ম থাকে, তাহ'লে সেখান থেকে উক্ত যুলুম পরিমাণ কেটে নেওয়া হবে। আর যদি কোন সৎকর্ম না থাকে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির পাপ থেকে নিয়ে তার উপর চাপানো হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। তিনি বলেন, 'আমার ক্বলবের উপর মরিচা পড়ে। সেকারণ আমি আল্লাহ্র নিকট দৈনিক একশ' বার করে তওবা-ইস্তেগফার করি' *(মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৪)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের দেহের মধ্যে ঈমান পুরানো হয়ে যায়, যেমন কাপড় পুরানো হয়। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের ঈমানকে তাযা করে দেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯; হাকেম হা/৮৪৬০; ছহীহাহ হা/৮৭)*। আর এজন্যেই আল্লাহ জিব্রীলকে ছাহাবীদের মজলিসে পাঠিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও ক্বিয়ামত সম্পর্কে শিক্ষা দেন' *(মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*।

## চতুর্থ দফা কর্মসূচী : তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার

এ দফার করণীয় হ'ল- 'আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা'।

এটিই মুসলিম জীবনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন যে, 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। সমাজের বুক থেকে অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করার নামই হ'ল সমাজ সংস্কার। কিন্তু এই অন্যায় ও কুসংস্কারের মাপকাঠি কি?

যুগে যুগে বিভিন্ন মানবরচিত বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি এবং শাসক সম্প্রদায়ের গৃহীত নীতিমালাকেই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এসবের বিরোধিতাকেই অন্যায় বা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ মানুষের রচিত আইন-কানূন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। আর এসব ত্রুটিপূর্ণ আইন দিয়েই সমাজের ত্রুটি দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম হিসাবে একথা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড। এর বিরোধী যাই-ই হবে, তাই-ই অন্যায় ও কুসংস্কার বলে বিবেচিত হবে। আর তা দূর করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে। এর পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব না হ'লেও সাধ্যমত সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই বর্তমান অবস্থায় সমাজ সংস্কারে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে চাই।

**(১) শিক্ষা সংস্কার :** তরুণদের নৈতিক সংস্কারের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষা সংস্কার অপরিহার্য। নৈতিকতা বর্জিত নিছক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় কখনোই সুনাগরিক সৃষ্টি হ'তে পারে না। উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরী করাই হবে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। সে লক্ষ্য

অর্জনের জন্য আমাদের প্রথম দায়িত্ব হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা। উক্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মৌলিক কর্মপদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং সরকারী ও বেসরকারী তথা কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, ও-লেভেল ইত্যাদি নামে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সহজলভ্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। (খ) ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। (ঘ) আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তদস্থলে ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ গ্রহণ করতে পারি :

(১) যোগ্য ইমাম নিয়োগের মাধ্যমে মসজিদ ভিত্তিক ফুরকানিয়া মক্তব চালু করা (২) 'সোনামণি স্কুল/মাদ্রাসা' ও বয়স্কদের জন্য 'কুরআন শিক্ষা ক্লাস' চালু করা (৩) সার্বজনীন শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা (৪) মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা একই প্রতিষ্ঠানে 'শিফটিং পদ্ধতি' চালু করা (৫) হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের অধীনে দেশের সকল সমমনা ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে পরিচালনা করা।

**(২) অর্থনৈতিক সংস্কার :**

হালাল রূযী ইবাদত কবুলের অন্যতম পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী শু'আব হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। অথচ সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী যা ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির নোংরা হাতিয়ার হিসাবে যা সর্বযুগে সকল জ্ঞানী মহল কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে, ইসলামে নিষিদ্ধ সেই অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চালু রয়েছে। ফলে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে ও গরীবেরা আরও নিঃস্ব হচ্ছে। যার পরিণতি স্বরূপ

সমাজে অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদী সূদখোর এন.জি.ও সমূহের অপতৎপরতা। যাদের অধিকাংশ দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্য স্থায়ীকরণে কাজ করছে এবং অনেকে সাধারণ জনগণের ঈমান ও নৈতিকতা হরণ করছে। এভাবে দেশটি সর্বদা অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। যা আন্তর্জাতিক সূদীচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূরপ্রসারী নীল নকশারই অংশ। উপরোক্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হ'তে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মপদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সকল প্রকারের হারাম উপার্জন হ'তে বিরত থাকা (খ) যাবতীয় অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় পরিহার করা এবং সর্বদা 'অল্পে তুষ্ট থাকার' ইসলামী নীতির অনুশীলন করা (গ) নির্দিষ্ট ইমারত-এর অধীনে কেন্দ্রীয় 'বায়তুল মাল তহবিল' সমৃদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোতাবেক বায়তুল মালের সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (ঘ) সমাজ কল্যাণমূলক ইসলামী প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা (ঙ) অনৈসলামী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং দেশের সরকারের নিকটে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য জোর দাবী পেশ করা।

এজন্য প্রত্যেক শাখায় 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এলাকার সকল যাকাত, ওশর, ফিৎরা-কুরবানী ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বা জমা করে যাতে সারা বছর এলাকাবাসীর দুর্যোগ-দুর্দশা তাৎক্ষণিকভাবে মুকাবিলা করা যায় এবং সমাজ কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায়, তার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

**(৩) নেতৃত্বের সংস্কার :**

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসৎ নেতৃত্ব আজ সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। শান্তি প্রিয় সৎ নেতৃত্ব সর্বত্র মুখ লুকিয়েছে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে আমরা মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি :

(ক) সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিলের যথেচ্ছ ব্যবহার (খ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা (গ) সৎ ও অসৎ সকলের ভোটের মূল্য ও নির্বাচনের অধিকার সমান গণ্য করা (ঘ) দলীয় প্রশাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থা।

এক্ষণে নেতৃত্ব সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সর্বত্র ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতি অনুসরণ করা এবং ইমারত ও শূরা পদ্ধতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা (খ) আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা (গ) স্বাধীন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করা।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও বাস্তবায়ন দেখতে চায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী 'ইমারত ও বায়'আতে'র মাধ্যমে পূর্ণ ইখলাছের সাথে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে চায়। যাতে দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে এবং একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আদর্শ খেলাফত রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এজন্য আমরা বর্তমানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করতে পারি।-

(ক) প্রচলিত অনৈসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা।

(খ) 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'- নীতির অনুশীলন করা।

(গ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

**নিম্নে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হ'ল।-**

**(ক) প্রচলিত অনৈসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা :** সমাজে যাবতীয় অশান্তি ও হিংসা-হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। যেখানেই নির্বাচন সেখানেই গ্রুপিং ও হানাহানি। সেই সাথে রয়েছে ভোটের নামে প্রহসন। সেকারণ বিবেকবান নাগরিকগণ ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছেন। এই ব্যবস্থা ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির ঘোর বিরোধী। সে কারণ সংগঠনের কর্মীদের এই নোংরা নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং মানুষকে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতির কল্যাণকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

**(খ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ :** মুমিনগণ কখনই অন্যায়-অত্যাচার বরদাশত করতে পারে না। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় গণমাধ্যমসমূহে ও পত্র-পত্রিকায়

আমাদেরকে ন্যায়ের পক্ষে দিকনির্দেশনা মূলক বিবৃতি প্রদান করতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা ও কলম ধরা নিঃসন্দেহে জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে আমাদেরকে উক্ত দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

সাথে সাথে যখনই সমাজে কোন অন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তখনই আমাদেরকে তার প্রতিবাদ করতে হবে, নিশ্চুপ থাকা যাবে না। কোনরূপ সহিংসতায় জড়িত হওয়া যাবে না এবং জনগণের জান-মালের ক্ষতি করা যাবে না। মোটকথা স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ঈমানী দায়িত্ব আমাদের পালন করে যেতে হবে।

**(গ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ :** অপসংস্কৃতির করালগ্রাস হ'তে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদেরকে ঘরে-বাইরে সর্বস্তরে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে এবং সর্বত্র 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' গড়ে তুলতে হবে। ক্বিরাআত, জাগরণী, ইসলামী কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে আমাদের গৃহগুলিকে ছবি-মূর্তি, গান-বাজনা, বেহায়াপনা প্রভৃতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সাথে সাথে সকলপ্রকার অনৈসলামী অনুষ্ঠান হ'তে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদে ইবাদতের আলোকে সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন!

# পরিশিষ্ট

**(১) মাসিক বৈঠকের রেজুলেশন লিখন পদ্ধতি :**

ক. প্রথমে রেজিস্টার খাতা কিনতে হবে।

খ. রেজিস্টার খাতার উপরে লিখতে হবে-

**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**.....যেলা/উপযেলা/এলাকা/শাখা। সেশন.....।

গ. রেজিস্টারের প্রথম ও ২য় পৃষ্ঠা খালি রাখতে হবে। যেখানে প্রতি পৃষ্ঠার উপরের কোণে পৃষ্ঠা নং থাকবে। যথা- (১) (২)। উক্ত পৃষ্ঠায় সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা সভাপতি ও সেক্রেটারীর নাম, স্বাক্ষর ও সীলসহ সত্যায়িত থাকবে যে, রেজিস্টারে মোট.....থেকে.....পৃষ্ঠা আছে।

ঘ. পৃষ্ঠা নং (৩) থেকে এভাবে লিখতে হবে-

**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**.....যেলা/উপযেলা/এলাকা/শাখা।

বৈঠকের স্থান.....সময়.....তারিখ.....বৈঠক নং.....।

ঙ. আলোচ্য বিষয়সমূহ : (১).....

(২).....

চ. উপস্থিতির স্বাক্ষর :

| ক্রমিক | নাম | পদবী | স্বাক্ষর ও তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | -- | সভাপতি | -- |
| ০২ | -- | সহ-সভাপতি | -- |

অদ্য.....সময় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ..... যেলা/উপযেলা/এলাকা/শাখা-এর সভাপতি/প্রতিনিধি.....-এর সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক .....-এর পরিচালনায় বৈঠকের শুরুতে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে তেলাওয়াত করেন.....। বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় -

প্রথম সিদ্ধান্ত :..... .....

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত :..... .....

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**(২) অফিস/কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র :**

১. **নির্দিষ্ট অফিস/কার্যালয় :** অফিসের জন্য যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে :

- কর্মপরিষদের অনুমোদন ফরম হস্তগত হয়েছে কি-না।
- অফিস নেওয়ার পূর্বে কেন্দ্র/উর্ধ্বতন সংগঠনের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কি-না।
- অফিসে সংগঠনের সাইনবোর্ড আছে কি-না।
- অফিসটি জনবহুল এবং নিরাপদ স্থানে আছে কি-না।
- অফিসের ভিতর-বাহির পরিপাটি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি-না।

২. **জনশক্তি ফাইল**। এতে ফরমসমূহ এবং নিম্নোক্ত তালিকাসমূহ থাকবে। যেমন :

- প্রাথমিক সদস্য, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পৃথক তালিকা।
- উপদেষ্টা ও সুধী তালিকা।

৩. **অনুমোদিত শাখা/এলাকা/উপযেলা সমূহের তালিকা ফাইল।**

৪. **মাসিক রিপোর্ট ফাইল।** এতে বিগত মাসসমূহের রিপোর্টসহ পরবর্তী মাসের সফরসূচী ও কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

৫. **পত্র প্রেরণ ও গ্রহণ বহি।**

৬. **রেজুলেশন বহি।** রেজুলেশন বহির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

- আলোচ্য বিষয় ও উপস্থিতির স্বাক্ষর তারিখ সহ থাকতে হবে।
- বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত থাকতে হবে।
- রেজুলেশনে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৭. **অডিট ফাইল।** এতে পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থাকবে।

৮. **ক্যাশ বহি বা আয়-ব্যয়ের খাতা।** এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়-

- প্রত্যেক মাসের আয় ও ব্যয় যোগফল সহ কথায় লেখা থাকতে হবে।
- আয়ের ক্ষেত্রে তারিখ, রসিদ ও বহি নম্বর থাকতে হবে।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে তারিখ ও ভাউচার নম্বর থাকতে হবে।
- আয়-ব্যয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় অর্থ সম্পাদক ও সভাপতির স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৯. **রসিদ বহি ফাইল।** এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ-

- কেন্দ্র/উর্ধ্বতন সংগঠন থেকে গৃহীত রসিদ বহির হিসাব থাকতে হবে।
- উপযেলা/এলাকা/শাখায় প্রদানকৃত রসিদ বহির হিসাব থাকতে হবে ।
- নিজ যেলা/উপযেলা/এলাকা/শাখায় ব্যবহৃত রসিদ বহির হিসাব থাকতে হবে ।

১০. **ভাউচার ফাইল।** এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

- ভাউচারে দোকান/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা থাকতে হবে।
- ভাউচারে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লেখা থাকতে হবে।
- তারিখের স্থানে ক্রয়ের তারিখ লেখা থাকতে হবে।
- ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাক্ষর থাকতে হবে।
- ভাউচার নম্বর থাকতে হবে।
- ভাউচারের সর্বমোট যোগফল কথায় লেখা থাকবে।
- অর্থ সম্পাদক ও সভাপতির সীল, স্বাক্ষর ও তারিখ থাকতে হবে।

## (৩) মাসিক রিপোর্ট ফরম, কর্ম পরিকল্পনা ফরম, জনশক্তি ফরম ও ইহতিসাবের নমুনা :

بسم الله الرحمن الرحيم

# বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন-০২৪৭-৮৬০৯৯২

### যেলার মাসিক রিপোর্ট ফরম

সূত্র..... তারিখ.....

যেলার নাম :..... মাস : ..... মোবাইল/ফোন : .....

যোগাযোগের ঠিকানা :.....

**১. জনশক্তি :**

(ক) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(খ) কর্মী সংখ্যা :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(গ) প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(ঘ) উপদেষ্টা ও সুধী সংখ্যা :..... (ঙ) এ মাসে এয়ানত দিয়েছেন কত জন .....

**২. সংগঠন :**

(ক) শাখা সংখ্যা কতটি :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(খ) এলাকা সংখ্যা কতটি :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(গ) উপযেলা সংখ্যা কতটি..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(ঘ) এ মাসে কতটি উপযেলা যেলায় রিপোর্ট জমা দিয়েছে : .....

**৩. বৈঠকাদি :**

(ক) যেলা দায়িত্বশীল বৈঠক কতটি :..... (খ) যেলায় নতুন স্থানে তাবলীগী সফর কতটি :.....

(গ) যেলায় সর্বমোট সফর কতটি : ..... (ঘ) তাবলীগী সফরে অংশ গ্রহণ করেছেন কত জন :.....

(ঙ) যেলায় তা'লীমী বৈঠক কতটি :..... (চ) যেলায় মাসিক তাবলীগী ইজতেমা কতটি :.....

**৪. হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার :**

(ক) মোট বই সংখ্যা :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... (খ) পাঠক সংখ্যা :..... এ মাসে বৃদ্ধি .....

(গ) ইস্যুকৃত বই সংখ্যা :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... (ঘ) পঠিত বই সংখ্যা কত :.....

**৫. অন্যান্য :**

(ক) যেলায় আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাকের নিয়মিত গ্রাহক সংখ্যা মোট কতজন :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(খ) যেলায় নিয়মিত ইহতিসাব রাখায় অভ্যস্ত কতজন :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(গ) যেলায় কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর শাখা রয়েছে :..... এ মাসে বৃদ্ধি ..... মোট .....

(ঘ) যেলায় আহলেহাদীছ মসজিদ সংখ্যা কতটি :.....সংগঠনভুক্ত কতটি..... এ মাসে বৃদ্ধি কতটি .....

**৬. আয়-ব্যয় :**

| আয়ের খাত | ব্যয়ের খাত |
|---|---|
| (ক) কর্মপরিষদের মাসিক এয়ানত :..... | (ক) কেন্দ্রের নির্ধারিত মাসিক এয়ানত :..... |
| (খ) কর্মীদের মাসিক এয়ানত :..... | (খ) কেন্দ্রের নির্ধারিত বার্ষিক কোটা :..... |
| (গ) সুধী এয়ানত :..... | (গ) অফিস খরচ :..... |
| (ঘ) উপযেলা হ'তে প্রাপ্ত অংশ :..... | (ঘ) সফর খরচ :..... |
| (ঙ) এককালীন দান :..... | (ঙ) পাথেয় ব্যয় :..... |
| (চ) যাকাত/উশর/ফিৎরা/কুরবানী : ..... | (চ) রামাযান/যিলহজ্জ মাসের বিশেষ দান কেন্দ্রে জমা :..... |
| (ছ) রামাযান/যিলহজ্জ মাসের বিশেষ দান :..... | (ছ) সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় :..... |
| (জ) বৈঠকী দান :..... | (জ) বিবিধ ব্যয় :..... |
| (ঝ) বিবিধ আয় :..... | **মোট ব্যয়** = টাকা |
| **মোট আয়** = টাকা | |

এ মাসে উদ্বৃত্ত/ঘাটতি :.....

গত মাসে উদ্বৃত্ত/ঘাটতি :.....

মোট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি :.....

পৃ. ২

## মাসিক কর্ম পরিকল্পনা

| ক্রঃ নং | বিষয় | শ্রেণী বিভাগ | পরিকল্পনার বিবরণ | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | গত মাসের বিবরণ | | চলতি মাসে গৃহীত পরিকল্পনা | |
| | | | গৃহীত পরিকল্পনা | বাস্তবায়িত রূপ | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | |
| ১ | জনশক্তি | কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বৃদ্ধি | | | | |
| | | কর্মী বৃদ্ধি | | | | |
| | | প্রাথমিক সদস্য বৃদ্ধি | | | | |
| ২ | সংগঠন | অনুমোদিত শাখা বৃদ্ধি | | | | |
| | | অনুমোদিত নতুন শাখা গঠন | | | | |
| ৩ | বৈঠকাদি | দায়িত্বশীল বৈঠক | | | | |
| | | তাবলীগী ইজতেমা: যেলা | | | | |
| | | তাবলীগী ইজতেমা: উপযেলা | | | | |
| | | তাবলীগী ইজতেমা: এলাকা | | | | |
| | | তা'লীমী বৈঠক: শাখা | | | | |
| | | তাবলীগী সফর | | | | |
| | | সাংগঠনিক সফর | | | | |
| ৪ | পাঠাগার | বই বিক্রয় | | | | |
| | | ফ্রী প্রচারপত্র বিতরণ | | | | |
| | | ফ্রী বই বিতরণ | | | | |
| | | বই ক্রয় | | | | |
| ৫ | আয় | কর্মপরিষদ সদস্য এয়ানত | | | | |
| | | শাখা এয়ানত | | | | |
| | | উশর/যাকাত | | | | |
| | | ফিতরা/কুরবানী | | | | |
| | | এককালীন দান | | | | |
| | | বই বিক্রয়লব্ধ আয় | | | | |
| | | বৈঠকী দান | | | | |
| | | অন্যান্য | | | | |
| | | মোট | | | | |
| ৬ | ব্যয় | কেন্দ্রের অংশ | | | | |
| | | অফিস খরচ | | | | |
| | | বৈঠকী ব্যয় | | | | |
| | | সফর খরচ | | | | |
| | | অন্যান্য | | | | |
| | | মোট | | | | |

**সভাপতি/আহ্বায়কের মন্তব্য :**

بسم الله الرحمن الرحيم

# বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন-০২৪৭-৮৬০৯৯২

## উপযেলা/এলাকা/শাখার মাসিক রিপোর্ট ফরম

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| উপযেলা/এলাকা/শাখার নাম : | | ঠিকানা : | | | |
| মাস : | | ইমেইল : | | মোবাইল নং : | |

**১. জনশক্তি :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ক) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (খ) কর্মী সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (গ) প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (ঘ) উপদেষ্টা ও সুধী সংখ্যা : | | (চ) মোট জনশক্তি : | | | |
| (ঙ) এ মাসে এয়ানত দিয়েছেন কতজন : | | | | | |

**২. সংগঠন :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ক) শাখা সংখ্যা কতটি : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (খ) এলাকা সংখ্যা কতটি : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (ঘ) এ মাসে রিপোর্ট জমা দিয়েছে কতটি এলাকা/শাখা : | | | | | |

**৩. বৈঠকাদি :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) দায়িত্বশীল বৈঠক কতটি : | | (খ) নতুন স্থানে তাবলীগী সফর কতটি : | |
| (গ) সর্বমোট সফর কতটি : | | (ঘ) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা কতটি : | |
| (ঙ) তা'লীমী বৈঠক কতটি : | | (চ) অন্যান্য বৈঠক : | |

**৪. হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার :**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ক) পাঠাগার সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | (খ) মোট বই সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | |
| (গ) পাঠক সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | (ঘ) ইস্যুকৃত বই সংখ্যা : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | |

**৫. অন্যান্য :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ক) আত-তাহরীক-এর নিয়মিত গ্রাহক সংখ্যা কতজন : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (খ) তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত গ্রাহক সংখ্যা কতজন : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (গ) নিয়মিত ইহতিসাব রাখায় অভ্যস্ত কতজন : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (ঘ) কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর শাখা রয়েছে : | | এ মাসে বৃদ্ধি : | | মোট : | |
| (ঙ) আহলেহাদীছ মসজিদ সংখ্যা কতটি : | | সংগঠনভুক্ত কতটি : | | | |

**৬. আয়-ব্যয় :**

| আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
|---|---|---|---|
| (ক) কর্মপরিষদের মাসিক এয়ানত : | | (ক) উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্ধারিত মাসিক এয়ানত : | |
| (খ) কর্মীদের মাসিক এয়ানত : | | (খ) উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্ধারিত বার্ষিক কোটা : | |
| (গ) উপদেষ্টা/সুধী এয়ানত : | | (গ) অফিস খরচ : | |
| (ঘ) অধঃস্তন সংগঠন হ'তে প্রাপ্ত অংশ : | | (ঘ) সফর খরচ : | |
| (ঙ) এককালীন দান : | | (ঙ) পাথেয় ব্যয় : | |
| (চ) যাকাত/ওশর/ফিৎরা/কুরবানী : | | (চ) রামাযান/যিলহজ্জ মাসের বিশেষ দান জমা প্রদান : | |
| (ছ) রামাযান/যিলহজ্জ মাসের বিশেষ দান : | | (ছ) সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় : | |
| (ঝ) বিবিধ আয় : | | (ঝ) বিবিধ ব্যয় : | |
| মোট আয় : | | মোট ব্যয় : | |

| | |
|---|---|
| গত মাসে উদ্বৃত্ত/ঘাটতি : | |
| এ মাসে উদ্বৃত্ত/ঘাটতি : | |
| মোট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি : | |

বিসমিল্লা-হির-রহমানির রহীম

# বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমানবন্দর রোড, রাজশাহী। ফোন ঃ ০২৪৭৮৬০৯৯২।

## প্রাথমিক সদস্য ফরম

আমি.....'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এর **'প্রাথমিক সদস্য'** শ্রেণীভুক্ত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি যে, (ক) ইসলামকে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে জানার এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য সচেষ্ট থাকব। (খ) ইসলামের বুনিয়াদী ফরয সমূহ নিয়মিত যথাযথভাবে আদায় করব। (গ) যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করব। (ঘ) সাধ্যমত সময়, শ্রম ও আর্থিক কুরবানী দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকব। (ঙ) অন্যের নিকট সংগঠনের দাওয়াত দেব ও তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করব। (চ) সংগঠনের পক্ষ হ'তে অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালনের সদা প্রস্তুত থাকব।

**হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ ওয়াদা পালনের তাওফীক্ব দাও। আমীন!!**

মাধ্যম　　দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর ও তারিখ　　স্বাক্ষর ও তারিখ

# বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

## প্রাথমিক সদস্য ফরম

নাম :..... পিতার নাম :.....

বয়স :..... শিক্ষাগত যোগ্যতা :..... পেশা :.....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :.....

স্থায়ী ঠিকানা :.....

বর্তমান ঠিকানা :.....

রক্তের গ্রুপ :..... ই-মেইল :..... মোবাইল :.....

মাধ্যম　　দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর ও তারিখ　　স্বাক্ষর ও তারিখ

بسم الله الرحمن الرحيم

# বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

## جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন-০২৪৭-৮৬০৯৯২

# কর্মী ফরম

রেজি. নং ..... তারিখ :.....

আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **'কর্মী'** স্তরভুক্ত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে এই মর্মে শপথ করছি যে, (১) আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে ঐক্যমত পোষণ করছি। (২) আমি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকব এবং সর্বদা হালাল পথে উপার্জন করব। (৩) আমি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করব। (৪) আমি রাষ্ট্রবিরোধী ও চরমপন্থী কোন তৎপরতায় জড়িত থাকব না।

**হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত শপথ ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও! আমীন!!**

ছবি

নাম :.....

পিতার নাম :.....

মাতার নাম :.....

জন্ম তারিখ :..... রক্তের গ্রুপ :.....

পেশা :.....শিক্ষাগত যোগ্যতা :.....

মোবাইল :.....ই-মেইল :.....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম :..... পোস্ট :.....

থানা :..... যেলা :.....

বর্তমান ঠিকানা :

গ্রাম :.....পোস্ট :.....

থানা :..... যেলা :.....

সাংগঠনিক দায়িত্ব (যদি থাকে) :.....

শপথ গ্রহণের তারিখ : .....

স্বাক্ষর ও তারিখ কেন্দ্রীয় সভাপতির স্বাক্ষর

بسم الله الرحمن الرحيم

# বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

## جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন-০২৪৭-৮৬০৯৯২

## কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ফরম

রেজি. নং ..... তারিখ.....

আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'** স্তরভুক্ত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে এই মর্মে শপথ করছি যে, (১) আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করব। (২) আমি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকব। (৩) আমি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকব এবং সর্বদা হালাল পথে উপার্জন করব। (৪) আমি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করব। (৫) আমি রাষ্ট্রবিরোধী ও চরমপন্থী কোন তৎপরতায় জড়িত থাকব না।

**হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত শপথ ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও! আমীন!!**

ছবি

নাম :.....

পিতার নাম :.....

মাতার নাম:.....

জন্ম তারিখ :..... রক্তের গ্রুপ :.....

পেশা :.....শিক্ষাগত যোগ্যতা :.....

মোবাইল :.....ই-মেইল :.....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম :..... পোস্ট :.....

থানা :..... যেলা :.....

বর্তমান ঠিকানা :

গ্রাম :.....পোস্ট :.....

থানা :..... যেলা :.....

সাংগঠনিক দায়িত্ব (যদি থাকে) :.....

শপথ গ্রহণের তারিখ : .....

স্বাক্ষর ও তারিখ কেন্দ্রীয় সভাপতির স্বাক্ষর

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

| মাস |
|---|
| |

## সূরা আছর-এর আলোকে

| দায়িত্বশীলের মন্তব্য | | | |
|---|---|---|---|
| A+ | A | B | C |

| | ১. ঈমান | | | | | ২. আমল | | | ৩. দাওয়াত | | | | ৪. ছবর | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | ১. ফজরের তোওয়াত কত পৃষ্ঠা/মুখস্থ/আয়াসহ কত আয়াত? | ২. অর্থসহ হাদীছ পাঠ/মুখস্থ কতটি? | ৩. সাংগঠনিক বই/পত্রিকা অধ্যয়ন কত পৃষ্ঠা? | ৪. পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন কত ঘন্টা? | ৫. তা'লীমী বৈঠকে/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ (✓) | ৬. জামা'আতে ছালাত কত ওয়াক্ত? | ৭. নফল ছালাত (✓) | ৮. নফল ছিয়াম (✓) | ৯. দাওয়াতী/সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ (✓) | ১০. দাওয়াতী/সাংগঠনিক কাজে সময় ব্যয় (✓) | ১১. কর্মী যোগাযোগ (✓) | ১২. পারিবারিক তা'লীম (✓) | ১৩. বই/পত্রিকা/পরিচিতি/প্রচারপত্র বিতরণ (✓) | ১৪. সাংগঠনিক দান/সাধারণ দান (পরিমাণ) | ১৫. সমাজসেবা (✓) | ১৬. আত্মসমালোচনা (✓) |
| ১ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১০ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | | | | | | | | | | | | | | | | |